রামচন্দ্রের নরক দর্শন

(স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক)

শ্রীগৌতম সেন

বিমলারঞ্জন পাবলিশিং হাউস
পরিবেশক :—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

প্রথম মুদ্রন
আশ্বিন—১৩৫২
পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জয়ন্ত—বাবলু—দধীচি

কল্যানীয়েষু—

এই রকম একখানা নাটক লিখবার জন্য ছেলেরা অনেকদিন থেকেই অনুরোধ করছে। আজ তাদের সেই অনুরোধ রাখতে পেরে একটা দায়মুক্ত হলাম। অবশ্য এর সবটুকু ধন্যবাদ বন্ধুবর বিমলারঞ্জনেরই প্রাপ্য। তিনি জোর ক'রে লিখিয়ে না নিলে হয়তো এ-নাটক আমার কোনদিনই লেখা হ'তো না।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি,—আমার এই নাটকের নরক-দৃশ্যটির 'আইডিয়া' বন্ধুবর সুকবি হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প থেকে না ব'লে গ্রহণ করেছি। অবশ্য আমার এই স্বীকারোক্তিতে না ব'লে লওয়ার অপবাদ বোধ হয় আর রইলো না।

নরকে ল্যাবরেটারির দৃশ্যটি মফঃস্বল-মঞ্চে অভিনয় করা শক্ত মনে হবে,—কিন্তু দৃশ্যপট সম্বন্ধে যাদের অল্প একটুও জ্ঞান আছে তারা অতি সহজেই দৃশ্যটির 'এফেক্ট' সৃষ্টি করতে পারবে। এই দৃশ্যের অভিনয় অন্ধকারে ফ্লাশলাইটের ওপর করলেই এর যথাযথ কৌশল দেখানো যেতে পারে।

দৃশ্যগুলি কার্টেন না ফেলে পর পর অভিনয় করবার কৌশলও অতি সহজ। যেমন প্রথম দৃশ্যটি 'সেটসিনে' রেখে দ্বিতীয় দৃশ্যটি কভারে অভিনয় করলে কোন অসুবিধাই হয় না। স্বর্গের দৃশ্যটিও—কভার-সিনে অভিনয়োপযোগী ক'রে সাজিয়েছি। অর্থাৎ কথা বলতে বলতে ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি প্রবেশ করছে। এটি কভারে না রাখলে, পরের দৃশ্যটি—রামচন্দ্রের ঘরে রামচন্দ্র পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে—দেখানো চলে না।

ষ্টেজকৌশল যাদের জানা আছে, তারা অতিসহজেই দৃশ্যগুলি এইভাবে ভাগ ক'রে নিতে পারব। অযথা কার্টেন ফেলে অভিনয় করলে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়,—দর্শকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে!

রামচন্দ্রের নরক দর্শন

পরিচয়

হিরন্ময়ী হাই ইস্কুলকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষকগণের মধ্যে আছেন ঃ

হেডমাষ্টার সত্যরঞ্জনবাবু

রামচন্দ্রবাবু

প্রমথবাবু

যতীনবাবু

সুধীরবাবু

ইস্কুলের সেক্রেটারি ধূর্জটিবাবু

ইস্কুলের ছেলেরাও আছে ঃ তার মধ্যে দীপক প্রধান এবং নায়ক।

দীপকের দাদা অবিনাশবাবু

মৃত্যুঞ্জয়বাবু
পুলিনবাবু } অবিনাশবাবুর প্রতিবেশী

অন্যান্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম দৃশ্য

হিরন্ময়ী হাই ইস্কুল : হেডমাষ্টার সত্যরঞ্জন-বাবুর ঘর : এই ঘরে অবসর সময়ে অন্যান্য শিক্ষকগণও আসিয়া বসেন এবং পরামর্শ করেন। সম্প্রতি ইস্কুলের বাৎসরিক-উৎসবের আয়োজন হইতেছে। টিফিনের ঘণ্টায় সেই আলোচনাই চলিতেছিল। ঘণ্টা পড়িতে অনেকে উঠিয়া গিয়াছেন, এখনও কয়েকজন বসিয়া আছেন।

সত্যরঞ্জন। তা হ'লে ঐ কথাই রইলো,—বাৎসরিক রিপোর্ট প্রমথবাবুই লিখবেন। আর—

ঠিক এইসময় রামচন্দ্রবাবু ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিলেন,—ইনি ভূগোল পড়ান।

রামচন্দ্র সর্বনাশ হয়েছে স্যার !—কন্‌সপিরেসি।

সত্য। কন্‌সপিরেসি !

রাম। আজ্ঞে হাঁ। আপনি তো জানেন স্যার, আমার জিওগ্রাফির ক্লাস ছিলো ক্লাস নাইনে। ক্লাসে ঢুকতে যাবো,—দেখি ধোঁয়া—খালি ধোঁয়া।

সত্য। ধোঁয়া ?

রাম। আজ্ঞে হাঁ। চেয়ে দেখি গ্লোব পুড়ছে।

সত্য। গ্লোব কোথায় ছিলো ?

রাম। টেবিলের ওপর।—এ ষড়যন্ত্র স্যার।

সত্য। ছেলেরা কোনো জবাব দেয়নি ?

রাম। হাঁ দিলে। বললে, গ্লোব তো অনেকদিনই পুড়ে গেছে স্যার !

সত্য। বটে। কে বললে এই কথা ?

রাম। ধোঁয়ায় কিছু দেখা গেলো না। তবে মনে হ'লো দীপকের গলা।

সত্য। কালিচরণ ! [ভৃত্য কালিচরণ প্রবেশ করিল—দেখোতো একবার, দীপকবাবু ক্লাসে আছে কিনা। বলবে, আমি ডাকছি।

[কালিচরণ চলিয়া গেল—

সত্য। কিন্তু দীপক তো ছেলে ভাল মশায় !

কয়েকজন। খুব ভাল ছেলে।

সত্য। হাঁ, তাইতো জানতাম। অনেককে এমন কথাও বলতে শুনেছি, ইস্কুলের গৌরব।

যতীন। তবে ডানপিটে ব'লে পাড়ায় দুর্নামও আছে।

সত্য। ডানপিটে হওয়া কিছু খারাপ নয়। বরং আমি বলি, ঐ ছেলেরাই মানুষ হয়।

সুধীর। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রাও বড় কম নয়। কদিন আগের ঘটনা একটা বলি। আমাদের অশ্বিনী ভট্চায নিরীহ, গোবেচারা ঃ পাড়ায় পূজো ক'রে খায়। পাওনাহিসেবে যা পায়, তা ঐ দীপকই মেরে দেয়।

সত্য। কি রকম ?

সুধীর। লুট,—রাস্তায় লুট করে। বেচারা গরীব মানুষ, কি খায় বলুন তো ? একদিন পেছন থেকে ওর টিকিটাই কেটে দিলে।

[সত্যরঞ্জন বাবু হাসিলেন—

রাম। তবে আমিও বলি স্যার! আমার তামাকে একদিন লংকার বীচি মিশিয়ে দিয়েছিলো।

[দীপকের প্রবেশ—

দীপক। আমাকে ডেকেছেন স্যার ?

সত্য। হাঁ। গ্লোবে আগুন দিলে কে ?

দীপক। আমি স্যার।

সত্য। কেনো ?

দীপক। ওর আর প্রয়োজন নাই ব'লে।

সত্য। প্রয়োজন আছে, কি নাই,—সেটা কি তুমিই ব'লে দেবে ?

দীপক। জিওগ্রাফির ক্লাস বর্তমানে তুলে দেওয়া

উচিত। কারণ, এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্র বদ্‌লে যাবে,—অনর্থক পরিশ্রম ক'রে পড়ার কোনো মানে হয় না।

সত্য। য়ুনিভার্সিটির সেরকম নির্দেশ কিছু পেয়েছো কি ?

দীপক। নির্দেশ না পেলেও, চোখের ওপর দেখছি, গ্লোব পুড়ছে।

সত্য। তুমি দেখছো ?

দীপক। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। রামবাবু, গ্লোবটা নিবোবার ব্যবস্থা করুন।

রাম। ও তো শেষ হ'য়ে গেলো স্যার।

সত্য। আগুন তো নিবুতে হবে। শেষে যে লংকা-কাণ্ড হবে।

রাম। ওহে কালিচরণ ! এস দেখি আমার সঙ্গে।

[কালিচরণকে লইয়া প্রস্থান—

সত্য। তোমার দশটাকা ফাইন করলাম।

দীপক। কেনো স্যার ?

সত্য। তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে।

দীপক। আমি অন্যায় করিনি।

সত্য। সে বিচার আমার।

দীপক। আপনি অন্যায় করছেন।

সত্য। ইউ ষ্টুপিড! গুরুজনের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলতে হয় তোমার শেখা উচিত।

দীপক। শিক্ষা আপনারও প্রয়োজন। আপনি আমাকে ষ্টুপিড বলতে পারেন না।

সত্য। দীপক! (চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

দীপক। আপনি কথা প্রত্যাহার করুন।

সত্য। আমি তোমাকে ভাল ছেলে ব'লে জানতাম।

দীপক। ভাল-মন্দর ডেফিনেসন আপনি তাহ'লে জানেন না।

সত্য। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

দীপক। স্পর্ধা করবার মত সম্পদ আমার আছে।

সত্য। কোনো সম্পদই নাই। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম,—তোমার সকল শিক্ষাই পণ্ডশ্রম।

দীপক। সত্য কথা বলবার সাহস থাকার নাম যদি অবিনয় হয়, তবে সে-শিক্ষার আমারও প্রয়োজন নেই।

সত্য। মা ব্রুয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম।

দীপক। সেখানে কি মিথ্যা বলবার নির্দেশ আছে?

সত্য। না, তা নেই। সে জায়গায় কঠোর সত্য বলবে না।

দীপক। চুপ ক'রে থাকাও মিথ্যার নামান্তর।

সত্য। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না দীপক।

দীপক। তা হ'লে কি করতে চান বলুন ?

সত্য। কিছু করতে চাই না, তুমি দূর হও। কাল থেকে তুমি আর আসবে না।

দীপক। কেনো স্যার ?

সত্য। তোমার মত ছেলে ইস্কুলের কলংক।

দীপক। কলংক !

সত্য। ইয়েস, ন্যুসেন্স লাইক এনিথিং।

দীপক। ইউ মাষ্ট উইথ্‌ড্র ইট্।

সত্য। নো।

দীপক। (উত্তেজিত হইয়া) আপনি উইথ্‌ড্র করবেন কিনা ?

সত্য। না।

দীপক। (আরো চীৎকার করিয়া) উইথ্‌ড্র ইট্,- উইথ্‌ড্র ইট্।

টেবিলের উপর হইতে একটা ভারি পেপার-ওয়েট্ তুলিয়া লইয়া সজোরে হেডমাষ্টারের মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল। বিকট শব্দ করিয়া সত্যরঞ্জনবাবু চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন, —রক্তে চতুর্দিক ভাসিয়া গেল। অবস্থা

দেখিয়া শিক্ষকেরা চীৎকার ও ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। প্রমথবাবু ছুটিয়া গিয়া লালবাজার পুলিশ-অফিসে ফোন করিলেন—

প্রমথ। (ফোন) লালবাজার ডি, ডি—ইয়েস। আমি হিরন্ময়ী হাইস্কুল থেকে বল্‌ছি। একবার শীগ্‌গির আসুন, ইস্কুলের হেডমাষ্টার মশায় খুন হয়েছেন। হাঁ, হাঁ—শীগ্‌গির আসুন। (ফোন রাখিয়া) কালিচরণ, দীপককে আটকে রাখো।

দীপক। ধরতে হবে না,—আমি পালাবো না।

[রাম বাবুর প্রবেশ—

রাম। উঃ, কি ছেলে বাবা,—শয়তান। আমি জানতাম, এইরকম একটা কিছু হবে। কতদিন বলেছি ওর দাদাকে,—ভাইটাকে একটু শাসন করুন ; নাও, এবারে সমালাও।

যতীন। কি বকছেন ?

রাম। না, বকবো আবার কি।—ওরে বাবা,—কি হলো রে বাবা !—কিছু মনে করবেন না, আমি একটু নার্ভাস।

যতীন। সে দেখতেই পাচ্ছি। যান, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন

রাম। পারবো কি ?

যতীন। আঃ শীগ্‌গির যান।

রাম। আমি আবার কাউকে চিনি না।

যতীন। যাকে হয় নিয়ে আসুন।

রাম। ও, —যাকে হয় ? সে বরং দেখছি। জয় মা, মুখ রেখো মা,—মুখ রেখো।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান—

[ছেলেদের ভীড় জমিয়া গিয়াছিল—

প্রমথ। যাও, তোমরা ভীড় করো না। নিজের নিজের জায়গায় যাও।

সকলেই প্রায় চলিয়া গেল ঃ দু-একজন রহিল। তাহার মধ্যে সুনীল দীপকের কাছে আগাইয়া আসিল। এই ছেলেটি দীপকের ক্লাসফ্রেণ্ড।

সুনীল। তোর খুব ভয় করছে, নয় দীপু ?

দীপক। ভয় করবে কেনো ? অন্যায় করলেই তার শাস্তি আছে।

সুনীল। মাষ্টার মশায় যদি না বাঁচেন ?

দীপক। বাঁচবেন না ! (মুখ শুকাইয়া গেল)

[ডাক্তারকে লইয়া রামবাবু প্রবেশ করিলেন

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) হস্‌পিটালে রিমুভ করুন।

প্রমথ। কিন্তু পুলিশ না এলে তাই বা কি ক'রে করছি।

ইতিমধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়িল: ডাক্তারের সঙ্গে পুলিশের কি কথাবার্তা হইলো তাহা শোনা গেল না: শুধু শোনা গেল,—কল্ য়্যাম্বুলেন্স।

পুলিশ। আসামী কে ?

প্রমথ। কালিচরণ ! দীপককে নিয়ে এসো।

[দীপক আগাইয়া আসিল—

পুলিশ। দ্যাট্‌বয় ! আচ্ছা, আমি একে নিয়ে যাচ্ছি, একজন কনেষ্টেবল রইল য়্যাম্বুলেন্‌সের সঙ্গে যাবে।

[দীপককে লইয়া পুলিশ চলিয়া গেল—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দীপকের দাদা অবিনাশ বাবুর বাড়ি। অবিনাশ বাবু এবং ঐ পাড়ারই মৃত্যুঞ্জয় পাকড়াশী কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু এও ব'লে রাখছি মশায়, বারান্তরে এরূপ হ'লে আপনার ভাইকে আমি রেহাই দেবো না।

অবি। বেশ, তা দেবেন না।

মৃত্যু। শাসন করতে পারেন না যখন, তখন বোর্ডিং-এ দিলেই তো পারেন।

অবি। কি পারি, না পারি সেটা আমি বুঝবো।

মৃত্যু। আচ্ছা তাই বুঝবেন।

[ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল—

অবি। সতীশ! দরজা বন্ধ ক'রে দে, আর যেন কেউ বাড়িতে না ঢোকে।

[পুলিন বাবুর প্রবেশ—

পুলিন। কিন্তু আমি তার আগেই ঢুকে পড়েছি অবিনাশ বাবু!

অবি। বেশ করেছেন। কোনো নালিশ আছে কি?

পুলিন। শুধু নালিশ নয় মশায়, আজ একটা বিহিত করতে চাই। বলি, ভাইকে নিয়ে তো খুব ব্যবসা খুলেছেন মশায়। নিজে পারেন না ব'লে, ভাইকে বুঝি এগিয়ে দিয়েছেন ?

অবি। কি বলছেন যা তা !

পুলিন। খুব অন্যায় বলছি কি ? পাড়ার কে না জানে, আপনার ভাই মস্ত একটা চোর।

অবি। সাবধান হ'য়ে কথা বলবেন।

পুলিন। সাবধান আমি হবো কি মশায় !

অবি। চুরি ক'রে থাকে, পুলিশে খবর দিন।

পুলিন। বটে ! জেল হ'য়ে যাবে।

[অবিনাশ হাসিল—

নেপথ্যে। অবিনাশ বাবু !

অবি। ভেতরে আসুন।

[রামচন্দ্রের প্রবেশ—

রাম। সর্বনাশ হয়েছে মশায় !

অবি। ভূমিকা রাখুন।—কি হয়েছে বলুন।

রাম। আপনার ভাই—আমি দীপকের কথা বলছি।

অবি। আমি বুঝতে পেরেছি।

রাম। বুঝবেন বইকি। তাকে নিয়ে অশান্তি তো কম নয়।

অবি। আজ কি করেছে তাই বলুন।

রাম। বলছি। ঘটনা তো একটুখানি নয়, আর সামান্যও নয়। আমার ক্লাস ছিলো জিও-গ্রাফির,—ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি লংকাকাণ্ড।

অবি। লংকা!

রাম। লংকা নয় মশায়, গ্লোব—গ্লোব পুড়ছে। আপনার ভাই গ্লোবে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

অবি। সেই যে দিয়েছে তার প্রমান?

রাম। এই দেখুন। প্রমান আছে বই কি। মহাত্মা গান্ধী অতবড় গ্রেইটম্যান, এতো আর কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু ও একদিন বললে কি জানেন? মানুষের আবার গর্ব! আমরা পৃথিবীর কতটুকু? পৃথিবীর এক-একটা বুদ্বুদ আমরা। তিন ভাগ যার জল সে আবার একটা পৃথিবী নাকি!

অবি। ঠিকই বলেছে।

রাম। হাঁ, কথা সে ঠিকই বলে বটে। কিন্তু এক-একটা কাণ্ড যা সময়-সময় ক'রে বসে,—এই আজকের কাণ্ডটা তো বড় সামান্য নয়ঃ কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে।

ভাল হ'য়ে উঠলো, তো উঠলো—কিন্তু না হ'লে? আর সে না হয় পরে যা হবার হবে, কিন্তু এখন তো হাজতে দিলে।

অবি। হাজতে!

রাম। উঃ কি সর্বনেশে ছেলে বাবা!

অবি। আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কি হয়েছে তাই বলুন।

রাম। খুন করেছে মশায়! আপনার ভাই খুন করেছে।

অবি। খুন!

রাম। হেড মাষ্টারের সঙ্গে একটু বচসা হয়েছিলো আর কি। তা ছেলে দুষ্টু হ'লে শাসন করবে না? ব্যস্, আর যায় কোথায়,—টেবিলের ওপর ছিলো পেপার-ওয়েট, সেইটে ছুঁড়ে দিলে হেডমাষ্টারের মাথায়।

অবি। তারপর?

রাম। রক্তগঙ্গা মশায়, রক্তগঙ্গা।

অবি। বলেন কি!

রাম। লাস তো চালান ক'রে দেওয়া হ'লো—

অবি। লাস!

রাম। হাঁ লাসই বই কি। বাঁচবে ব'লে তো মনে হয় না—তার ওপর হাসপাতালের ব্যাপার, বুঝতেই তো পারছেন।

অবি। দীপককে নিয়ে গেলো কোথায় বলুন।

রাম। বোধ হয় লাল্‌বাজার।

অবি। আমাকে সে-সময় একটা খবর দিলেন না কোনো ?

রাম। এই দেখুন। সে সময় কি ক'রে যে আমাদের কেটেছে তা তো বুঝছেন না। কাকে রেখে কাকে দেখি তখন। কতদিন বলেছি মশায়, একটু চোখ চেয়ে চলুন। আমার ভাগ্‌নেকে তো দেখেছেন, ম্যাট্রিক পাস করলে, কলেজেও ঢুকেছিলো—আমি না হয় ছাড়িয়ে নিলাম, সে যাকগে, কিন্তু দেখেছেন তো এখনো কারোর মুখের দিকে চাইতে পারলে না। কেবল চোখে চোখে রেখেছি ব'লেই না।

অবি। হুঁ।

রাম। ছেলে—ছেলের মত থাকবে। গুরুজনের মুখের ওপর কথা !

অবি। আচ্ছা, বলতে পারেন, হেডমাষ্টার মশায়কে ওরা কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেলো ?

রাম। তা কি ক'রে বলি বলুন।—মেডিকেল কলেজে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

অবি। জ্ঞান আছে দেখলেন ?

রাম। জ্ঞান কি মশায়! এতক্ষণ আছে কি নেই।

অবি। গ্লোব কি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো ?

রাম। আর থাকে ?

অবি। হাঁ থাকে।—গ্লোব পোড়েনি।

রাম। বলেন কি মশায়! আমি নিজের চোখে দেখলাম।

অবি। আপনি ভুল দেখেছেন।

রাম। এই দেখুন ঃ কিন্তু হেডমাষ্টারের মৃত্যু ?

অবি। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

রাম। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) বেশ মশায়!

অবি। আপনিই তার মৃত্যুর কারণ।

রাম। আমি!

অবি। হাঁ, আমি প্রমান করবো। গ্লোব নিয়ে এই অনর্থের স্থষ্টি আপনিই করেছেন।

রাম। আপনি তো বেশ মশায়!—আপনি সব পারেন দেখছি!

[বলিতে বলিতে রামবাবু সরিয়া পড়িলেন—

তৃতীয় দৃশ্য

ইস্কুলের সেক্রেটারি ধূর্জটিবাবুর ঘর : ধূর্জটি-বাবু, প্রমথবাবু, যতীনবাবু এবং সুধীরবাবু।

ধূর্জটি। হাঁ, হাঁ, আমি সেই কথাই বলবো,—আপনারা শিক্ষক হবার অনুপযুক্ত। একটা ছেলে শাসন করতে আপনারা জানেন না।

যতীন। আমরা মারধোর পর্যন্ত ক'রে দেখেছি,—ও শাসনের বাইরে।

ধূর্জটি। মারলেই শাসন হয় না যতীনবাবু : ছেলেকে গার্ড করতে হয়, কোন্‌পথে সে যাচ্ছে লক্ষ্য রাখতে হয়,—নিজেকেও তার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি এক-কালে কিরকম ছিলো জানেন? প্রত্যেক ছেলের রুচি লক্ষ্য ক'রে,—তবে সেই বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হতো—যাক, দীপক সম্বন্ধে আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন?

যতীন। কেসটা তো এখন পুলিশের হাতে।

ধূর্জটি। সে আমিও জানি। আমি জানতে চাচ্ছি, আপনাদের ইচ্ছাটা কি?

সুধীর। আমাদের ইচ্ছার ওপরেই কি সবকিছু নির্ভর করছে স্যার ?

ধূর্জটি। নিশ্চয়। আপনারা ইচ্ছে করলে ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারেন।

সুধীর। কিন্তু তাঁর পরিবারভুক্ত যাঁরা, তাঁরা তা হ'তে দেবেন কেনো ?

ধূর্জটি। কি করবেন তাঁরা ?—একটা ছেলেকে মেরে লাভ কি ? ধ'রে নেওয়া যাক, সত্যরঞ্জনবাবু বাঁচলেন না,—কিন্তু এ কথাও তো সত্যি, ঐ ছেলেটার লাইফ নিয়ে সত্যরঞ্জনবাবুকে বাঁচানো যাবে না।

প্রমথ। সে তো নিশ্চয়।

ধূর্জটি। ছেলেমানুষের সাময়িক উত্তেজনা। এমন যে একটা কাণ্ড ঘটবে, সে নিজেও ভাবতে পারেনি। হত্যা করবার ইচ্ছা নিয়ে সে মারেনি, একথা নিশ্চয় আপনারাও বলবেন।

যতীন। এ যুক্তিতে কেউ মুক্তি পেয়েছে ব'লে তো জানি না।

ধূর্জটি। না, মুক্তি পায় না সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে ওর বয়সটা লক্ষ্য করতে হবে। ছেলেহিসেবে

সে একটি রত্ন। আমি শুধু তার মৃত্যু-দণ্ডের কথাই বলছি না,—যদি তার জেলও হয়, একবার ভাবুন দেখি আমরা কতবড় 'কেরিয়র' তার নষ্ট ক'রে দিলাম। স্বাধীন দেশে জিনিয়াসের কখনো শাস্তি হয় না।

প্রমথ। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনার নির্দেশ-মতই কাজ হবে।

ধূর্জটি। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যেতে, ও বলেছিলো, আজ জার্মানির পতন নয়—সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীরও সমাধি হ'য়ে গেলো। কতবড় কালচার: তার বিজ্ঞান, তার সাহিত্য, তার শিল্প—এক কথায় মানবসভ্যতা আজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। অতটুকু ছেলের মুখে এ কত বড় কথা! আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ছেলেটিকে রক্ষা করুন।

প্রমথ। ছি ছি, আপনি এমন ক'রে কেন বলছেন?

ধূর্জটি। বলি কি সাধে প্রমথবাবু, ছেলেটার জন্যে কষ্ট হয়।

[বৃদ্ধ হরনাথবাবুর প্রবেশ—

হরনাথ আপনিই কি ধূর্জটিবাবু?

ধূর্জটি। আজ্ঞে হাঁ।—বসুন।

হর। বসলাম না হয়। কিন্তু এ কি ধরণের ইস্কুল করেছো বাবা! ভর্তি করবার সময় ছেলে বেছে নিতে হয়। অবশ্য বাছাই করা বড় সোজা কাজ নয়। বাজারে বেগুন কিনতে—এই বুড়ো বয়সেও, আমার যোড়া পাবে না। হাতে নিয়েই ব'লে দেবো, সেটা কানা হবে, কি ভাল হবে। কিন্তু তোমাদের চোখের দৃষ্টি থাকতে এমনটা হয় কেনো বাবাজি? বলি, হেড মাষ্টারটি আছেন, না স'রেছেন?

ধূর্জটি। আছেন।

হর। যাক তবু ভাল। ইংরেজের আইন, কাউকে রেওয়াৎ করে না কিনা। তবে জেল না দিয়ে ছাড়বে না,—কি বলো?

ধূর্জটি। সম্ভব।

হর। আমার নাতি—নরেনের কথা বলছি। তার কি পাওনা-থোওনা আছে দেখুন, আমি মিটিয়ে দিয়ে যাই।

ধূর্জটি। আপনি কি ইস্কুল ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন?

হর। এই দেখুন,—এ ইস্কুলে আর কি রাখতে পারি। সঙ্গগুণ হ'লো বড় কথা। পড়াশোনা ভাল পারে না,—মাথা মোটা, সে বুঝতে পারি।

কিন্তু খুন ক'রে ফাঁসি যাবে—বুড়ো বয়সে সেটা তো আর চোখে দেখতে পারবো না বাবাজি !

ধূর্জটি। দীপক খুন করেছে একথা আপনাকে কে বললে ?

হর। বুড়োই না হয় হয়েছি,—দীপককে তো আজ দেখছি না। আমি বলেছিলাম,—এতদিনে কোষ্ঠীর ফল্ ফল্‌লো।

ধূর্জটি। কোষ্ঠীতে কি ছিলো ?

হর। কি ছিলো না তাই বলো !—এই খুনের কথাও আছে। ওর বৃহস্পতির স্থান বড় খারাপ ঃ শেষ বয়সে চোর ডাকাতের সঙ্গে বাস।

ধূর্জটি। আপনার নাতিটি কোন্ ক্লাসে পড়ে ?

হর। এই দেখুন,—আপনার ইস্কুল, আপনি হ'লেন সেক্রেটারি—সে কোন্ ক্লাসে পড়ে, না পড়ে কোনো খবরই রাখেন না ! আমাদের কালে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কিন্তু অন্যরকম ছিলো। ছাত্রের কোনো সংবাদই গুরুর অগোচরে থাকতো না। তাই শিষ্যও হ'তো গুরুর অনুগত, গুরুও শিষ্যকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন।

ধূর্জটি। তখন যে ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস করতে হ'তো মশায়।

হর। সেই ভাল ছিলো বাবাজি! এখন দেখি 'মাইডিয়ার' গুরু: ছেলেরা সিগ্রেট খায় মশায়—গুরু লঘু জ্ঞান নেই!

ধূর্জটি। যাক্, ইস্কুলে এক সময় আসবেন,—আপনার হিসেব দেখে রাখবো।

হর। বেশ। কিছু মনে ক'রো না বাবাজি!

ধূর্জটি। না, এতে মনে করবার কি আছে। আচ্ছা, নমস্কার।

হর। কল্যাণ হোক।

[চলিয়া গেলেন—

ধূর্জটি। ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো বুঝতে পারছেন?—এখন ইস্কুল রাখা কঠিন হবে।

নেপথ্যে। ধূর্জটিবাবু ঘরে আছেন?

ধূর্জটি। আছি! আসুন।

[প্রসাদবাবু প্রবেশ করিলেন—

প্রসাদ। আমার ছেলেটির সার্টিফিকেট নিতে এলাম।

ধূর্জটি। বেশ। ইস্কুলে যাবেন।

প্রসাদ। একটা ভাল সার্টিফিকেট দেবেন তো?

ধূর্জটি। আপনার ছেলে কোন মন্দ কাজ না ক'রে থাক্‌লে ভাল সার্টিফিকেটই পাবে বই কি।

প্রসাদ। মন্দ কাজ করবে আমার ছেলে?

ধূর্জটি। কিছু মনে করবেন না। ওটা আমাদের সাধারণ ভাবে জিগ্‌গেস করতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার। কাল ইস্কুলে আসবেন,—সার্টিফিকেট দেবো।

[প্রসাদবাবু নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন—

ধূর্জটি। ইস্কুল বন্ধ ক'রে দিন, নইলে একটি ছেলেও থাকবে না। আর আমার ষ্ট্রিক্‌ট অর্ডার রইলো, কোনো ছেলেকে ট্রান্সফার-সার্টিফিকেট যেন না দেওয়া হয়।—রামপ্রসাদ! আমার গাড়ি বের করতে বলো। (প্রস্থানোদ্যত)

[খবরের কাগজের রিপোর্টার প্রবেশ করিল—

ধূর্জটি। কে আপনি?

রিপোর্টার। আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার।

ধূর্জটি। কি চান?

রিপোর্টার। সত্যরঞ্জনবাবুর একটা ছবি চাই।

ধূর্জটি। ছবি নাই।

রিপো। নাই, না দেবেন না?

ধূর্জটি। না, সত্যিই নাই।

রিপো। বেশ, না হয়, না থাকলো। তাঁর চেহারাটা কি রকম মোটামুটি একটা তো বলতে পারেন।

ধূর্জটি। বাকিটা কি আপনারা কল্পনা ক'রে নেবেন?

রিপো। (হাসিয়া) তা অনেকসময় নিতে হয় বই কি মশায় !

ধূর্জটি। আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়লো। এক পাগলা মার্কিন পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো, হাতি সম্বন্ধে কে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারে।—হাতি ওরা কেউ চোখে দেখেনি। ইংরেজ কথাটা শোনবামাত্র 'কুকে'র অফিসে ছুটে গেলো ঃ নানারকম সরঞ্জাম যোগাড় ক'রে আসামের জঙ্গলে কিছুদিন কাটিয়ে, এক বছরে বই লিখলে,—'আসামে হস্তি শীকার।'

ফরাসী খবর শুনে, ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওনা হ'লো। হাতিঘর বা পিলখানার সামনে একখানা চৌকি ভাড়া নিয়ে আস্তে আস্তে স্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগ্লো। আড়নয়নে হাতিগুলোর দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট করে। তিন মাস পরে বই লিখ্লে,—'হাতির প্রেম রহস্য'।

রিপো। বুঝতে পারছি, আপনি প্রত্যেকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচার করছেন।

ধূর্জটি। তারপর শুনুন।—জার্মান খবর পেয়ে, না গেলো কুকের অফিসে, না এলো চিড়িয়াখানায়।

লাইব্রেরীতে ঢুকে বিস্তর পুঁথি ঘেঁটে, সাত বছর পরে সাত ভল্যুম বই বের করলে। কিন্তু রাশিয়া এ সবের কিছুই করলে না ঃ যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ ক'রে ছাড়লে, হস্তি সম্বন্ধে যে বিরাটত্বের কাহিনী শোনা যায় তা অবিশ্বাস্য। কারণ অতবড় বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। সুতরাং আপনাদের কল্পনায় সত্যরঞ্জন বাবুর কি দুর্গতি হবে, আমি তাই ভেবে আকুল হচ্ছি।

প্রমথ। আপনি তার চেয়ে হাসপাতালে যান না।

রিপো। তিনি কি এখনো আছেন?

ধূর্জটি। আই সী! মৃত্যু-সংবাদ তাহ'লে 'অল্‌রেডি কম্পোজ্‌ড'?

রিপো। (লজ্জিত হইয়া) না না, কি যে বলেন—

ধূর্জটি। দেখুন, একটা কথা ব'লে রাখি,—কোনো সংবাদই আপনি এখন কাগজে ছাপবেন না,—আমাদের ইস্কুলের তাতে ক্ষতি হবে। (পকেট হইতে কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া) এই নিন কিছু টাকা ঃ উপস্থিত নাই বা ছাপলেন।

রিপো। আচ্ছা,—নমস্কার। [চলিয়া গেল—

ধূর্জটি। যান, আপনারা বাড়ি যান। ইস্কুল রাখবার জন্যে আপনারা সকলেই চেষ্টা করবেন,—এই আমার বলা রইলো।

চতুর্থ দৃশ্য ঃ পথ

রামচন্দ্র ও পিছনে ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানীর দালাল বিষ্টু ঘোষ—

বিষ্টু। একটু দাঁড়াবেন স্যার!

রাম। আবার তুমি আমার পিছু নিয়েছো!

বিষ্টু। 'সানরাইজ' একটা নতুন স্কীম বের করেছে, সেইটে আপনাকে একবার দেখাবো।

রাম। আমি দেখে কি করবো। আমার লাইফ আজ আছে, কাল নেই।

বিষ্টু। আজ্ঞে সেইজন্যেই তো দরকার। কোম্পানী বলছে, পঞ্চাশ বছরের আগে যে-কোন মৃত্যুকে য়্যাকসিডেণ্ট ব'লে গণ্য করা হবে।

রাম। বলছে? আমি যদি হার্টফেল ক'রে মরি?

বিষ্টু। সেও য়্যাকসিডেণ্ট মৃত্যু। অথচ কোম্পানী আপনার কাছ থেকে প্রিমিয়ম খুব বেশী নিচ্ছে না। ধরুন, আপনার বয়স এখন কত?

রাম। আমার বয়স আটচল্লিশ।

বিষ্টু। তাহ'লে হ'লো গিয়ে—আরো একশো যোগ

করুন। অর্থাৎ একশো আটচল্লিশ টাকা বছরে—

রাম। একশো আটচল্লিশ!—সর্বনাশ! আমি মাইনে পাই কত জানো?

বিষ্টু। মাইনে যাদের কম,—যাদের টাকা নেই, তাদের জন্যেই তো এই লাইফের ব্যবস্থা স্যার!

রাম। পথ দেখো, পথ দেখো।

বিষ্টু। বেশ, না হয় পনের বছরের এনডওমেণ্ট করুন। তাও না হয়—

রাম। কেনো বিরক্ত করছো।

বিষ্টু। একটা হোল-লাইফেরও তো করতে পারেন।

রাম। কোনো লাইফেরই করতে পারবো না। আমি ম'রে গেলে টাকা ভোগ করবে কে? —ঐ ভাগনেটা? ওর হাতে টাকা পড়লে আর রক্ষা আছে!—জাহান্নমে যাবে।— বুঝেছো, জাহান্নমে যাবে।

বিষ্টু। কেনো, আর কি আপনার কেউ নেই?

রাম। ভজা আছে। সে ব্যাটা আবার গাঁজা খায়। টাকা হাতে পড়লে গাঁজার চাষ কববে।

বিষ্টু। কিন্তু এমন কোম্পানী পাবেন না স্যার।

রাম। কেনো বিরক্ত করছো ? ওসব জুয়াখেলার মধ্যে আমি নেই।

বিষ্টু। জুয়াখেলা !

রাম। ও একরকম জুয়া বই কি। মরি তো, মোটা কিছু পেলাম,—কিন্তু না ম'লে ?

বিষ্টু। দেখুন, জীবন ক্ষণস্থায়ী,—আজ আছে, কাল নেই।

রাম। তুমি তো আমার বড় শুভানুধ্যায়ী হে। আমি এখনো বাঁচতে চাই ঃ ম'লে আমার কত ক্ষতি হবে জানো ?

বিষ্টু। আপনার মৃত্যু নাই বা হ'লো।—বেঁচে থেকেই টাকাটা নিন না।

রাম। তোমার টাকা কে চায় হে ! আমার পিতার নিষেধ আছে,—আমাদের বংশে জীবনবীমা সয় না,—তা জানো ?

বিষ্টু। (হাসিয়া) এ কি একটা কথা হ'লো স্যার !

রাম। আমাদের সয়নি ঃ যারাই করেছে, রাত কাটেনি।

বিষ্টু। দেখুন, একটা কথা ব'লে যাই। ক'রে রাখলে ভাল করতেন। ন্যাচারাল ডেথ-এর কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু য়্যাক্সিডেণ্ট ?—এই

গ্রেটওয়ার : কবে কোথায় কি-ভাবে মানুষ মরবে কেউ জানে না। আপনি বোমায় মরতে পারেন, লরী চাপা প'ড়ে মরতে পারেন, বন্দুকের খোঁচায় মরতে পারেন—না খেয়েও আপনার মৃত্যু হ'তে পারে, আতংকে মৃত্যু হ'তে পারে—

রাম। তুমি থামো হে!

বিষ্টু। এই আতংক মানুষের কত ক্ষতি করেছে জানেন? পৃথিবীর অর্ধেক লোক এই আতংকেই ম'রে গেলো।

রাম। তুমি তো বেশ লোক হে। আমার আবার আতংক কিসের!

বিষ্টু। ধরুন, যুদ্ধ মিটে গেলো! কিন্তু তারপর?—এই তারপরের ক্রাইসিসটা ভেবেছেন?

রাম। অনেক ভেবেছি হে—আর ভা'বিও না।

বিষ্টু। আপনি প্রিমিয়মের কথা ভাবছেন? কোনো চিন্তা করবেন না,—ফার্ষ্ট প্রিমিয়ম আপনার আমিই দিয়ে দেবো। ডাক্তারও আমার হাতে,—যা বলবো তাই লিখে দেবে।

রাম। তোমার নাম বিষ্টু ঘোষ কেনো হ'লো তাই ভাবছি। তুমি তো যমদূত হে!

বিষ্টু। (হাসিয়া) তা যা বলতে হয় বলুন। কিন্তু একটা স্যার করুন। না হয়, হাজার টাকার একটা—

রাম। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে ঃ দেখো আমার মন মেজাজ ভাল নেই, শেষে একটা বিপদ ঘটবে।

বিষ্টু। এই মুখে স্যার,—এই বিপদ ঘটবার আগে স্রেফ একটা সই ক'রে ফেলুন। তারপর যা করবার আমি করবো।

রাম। তুমি করবে?—কি করবে? ফাঁকি দিয়ে টাকাটা ভোগ করবে?

বিষ্টু। আপনি বুদ্ধিমান হ'য়ে এইকথা বলছেন?

রাম। বুদ্ধি আর রইলো কোথায়! সব যে গোলমাল মনে হচ্ছে।

বিষ্টু। খুব ভাল,—য়্যাকসিডেণ্টের কোঠায় পড়বেন।

রাম। পুলিশ! পুলিশ!

[চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পালাইলেন—

বিষ্টু। ও মশায়, শুনছেন,—ও মশায়!

[পশ্চাৎ অনুসরণ করিল

পঞ্চম দৃশ্য ঃ   রামচন্দ্রের বাড়ি

রাম। ওরে ভজা ! নীলু ডাক্তারকে একবার ডাক্,— আমার শরীর কেমন করছে।

[ভজা প্রবেশ করিল—

ভজা। বলেন কি !

রাম। আর বলবার কিছু নেই ভজা, শুধু রক্ত,— চোখের ওপর রক্ত দেখছি।

ভজা। রক্ত !

রাম। ওরে বাবা ! আবার অবিনাশটা বলে কি !

ভজা। কি বলে বাবু ?

রাম। বলে সব ভুল। আমি ভুল, তুই ভুল,—ছুনিয়া ভুল।

ভজা। (হাসিয়া) কি যে বলেন বাবু !

রাম। হতভাগাটা বলে বেশ ঃ আমরা এক একটা বুদ্বুদ। (হাসিল)

ভজা। সে আবার কি ?

রাম। তুই বুঝবি না রে, তুই বুঝবি না। ভূগোল বুঝিস ?—ভূগোল ? হারামজাদা ! তুই যদি

বুঝবি তো সব গোল চুকে যেতো। কিন্তু আমার যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব গোলমাল হ'য়ে গেলো ভজা,—তার কি ?

ভজা। তেল মালিশ করুন বাবু,—বায়ুর তেল।

রাম। বায়ু কি আর আছে রে,—বায়ু সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে।—দেখছিস না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ?—হারামজাদা ! তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস ?

ভজা। এই যাই বাবু। (প্রস্থানোদ্যত)

রাম। দাঁড়া,—কি বলবি ?

ভজা বলবো,—বাবু কেমন করছে।

রাম। হাঁ। আর বলবি, হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

[ভজা পায়ে হাত দিয়া দেখিল—

রাম। হারামজাদা ! দেখে তুই কি বুঝবি।—এই ঠাণ্ডা, এই গরম। বলবি, বুকখানা পাথর হ'য়ে গিয়েছে।

ভজা। আচ্ছা বাবু।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল—

[নিধু বোষ্টমের গলা শোনা গেল : একটু পরেই সে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল—

বাঁশী বাজে, —বাঁশী বাজে
যমুনার কালো জলে—
কালামুখী এলো ওই।
বাজে বাঁশী বৃন্দাবনে,
বাজে বন উপবনে;
আকাশে বাতাসে বাজে—
কোথা রাই কই কই।
ওরে তুই দেখলি না রে—
কোথা চাঁদ বৃন্দাবনে
বাঁশী লোভে চাঁদ হারালি,—
বৃন্দাবন হারা হই।

রাম। তোমার কি আর গান নাই নিধু?

নিধু। কি আর গাইব বলুন,—ঐ একখানা শিখেছিলাম।

রাম। খুব ভাল গুরু পেয়েছিলে তো হে!

নিধু। তা আপনাদের আশীর্বাদে গুরু আমি ভালই পেয়েছিলাম।

রাম। হাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি। নইলে ঐ গলাতে গান তোলানো বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

নিধু। তা যা বলেছেন কর্তা। সা রে গ ম তুলতেই তো পাঁচ বছর গেলো।

রাম। বলো কি হে! তোমার ধৈর্য তো কম নয়।

নিধু। সেটুকু ছিলো ব'লেই আজ ক'রে খাচ্ছি কর্তা।

রাম। তা বেশ করছো,—এই নাও বিদায় হও।

[একটি আনি ফেলিয়া দিল ঃ নিধু চলিয়া গেল—একটু পরেই প্রমথবাবু প্রবেশ করিলেন—

প্রমথ। এই যে রামবাবু। এদিকে ব্যাপার শুনেছেন ?

রাম। ব্যাপার আমারও গুরুতর প্রমথবাবু।

প্রমথ। কেন, আপনার আবার কি হ'লো ?

রাম। হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে,—আর কি।

প্রমথ। বলেন কি !

রাম। বলবার কিছু নাই,—দেখছেন না, শয্যা নিয়েছি।

প্রমথ। তাতো দেখছি। ওদিকের কোনো খবর রাখেন ?

রাম। কেনো, কোনো দুঃসংবাদ আছে না কি ?

প্রমথ। শুনেছি এখনো জ্ঞান হয়নি।

রাম। ইস্কুল বন্ধ ক'রে দিন মশায়, বন্ধ ক'রে দিন। আপনাদের ইস্কুলে আর কেউ পড়তে আসবে না।

প্রমথ। সে যা হয় করা যাবে। কিন্তু এদিকে পুলিস সাহেব যে নাম লিখে নিয়ে গেল।

রাম। কেনো, আমাদের নিয়ে আবার টানাটানি কেনো ?

প্রমথ। সাক্ষী,—সাক্ষ্য তো দিতে হবে।

রাম। বেশ। দেবেন আপনারা। আমি তো শয্যাগত,—

প্রমথ। সে শুনবে কি?

রাম। শুনবে না! আমি মরতে বসেছি—

প্রমথ। ওরা মরবার আগে পর্যন্ত টানাটানি করে।

[ডাক্তারকে লইয়া ভজা প্রবেশ করিল—

রাম। এই যে এসেছো। আমার কি হ'লো দেখো ডাক্তার।

ডাক্তার। কি হ'লো?

রাম। কি হয় নাই তাই বলো।

ডাক্তার। (পরীক্ষান্তে) ভয় ভয় করে কি?

রাম। খুব করে। ঐ হতভাগার জন্যে কি আমার কম ভয়। লেখাপড়া তো শেষ ক'রে দিয়ে ব'সে আছে,—এখন কোথায় কি ক'রে বসে আমার সেই হয়েছে ভয়।—আমার ভাগ্নের কথা বলছি ডাক্তার। আশে-পাশে বড় বড় সব মেয়ে—তাদেরও নেই লজ্জা, খালি খিল্ খিল্ ক'রে হাসি—নয় গান, নয় গল্প। জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছি ডাক্তার! গরমে প্রাণ যায়, কি করবো! জানলা রেখে কি বিপদ ঘটাবো?

ডাক্তার। বেশ করেছেন।

রাম। বেশ করিনি ?—একেবারে দেয়াল গেঁথে দিয়েছি। নে, গ্যাখ্ এবার। হা—হা—হা—

ডাক্তার। রাত্রে ঘুম হয় ?

রাম। ঘুমুবার জো আছে নাকি ? ঐ যে বল্‌লে ভয়,—কেবল ভয়ে ভয়ে থাকি ডাক্তার! ঘুমুতে ঘুমুতেও পাঁচ ছ'বার সাড়া নি।

ডাক্তার। হাত পা অবশ হ'য়ে আসে ?

রাম। অবশ কি আজ হয়েছে ডাক্তার! সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রে আসে। এতবড় বাড়িটায় একা থাকি ; মনে করেছিলাম, তু-এক ঘর ভাড়া দিলেও বেশ জম-জমাট হ'য়ে থাকবে। কিন্তু হতভাগা ছেলেটার জন্যে তারও কি উপায় আছে ? কে কখন্ আসবে,—আর আজকালকার মেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি! আর ঐ গান ঃ গানেই ছেলেমেয়েগুলে উচ্ছন্নে গেলো।

ডাক্তার। মেয়েদেরকে নাই বা ভাড়া দিলেন।

রাম। পুরুষ-ভাড়াটে কি মিলবে ডাক্তার ?

ডাক্তার। কেন মিলবে না ? আচ্ছা, আমি দেখবো চেষ্টা ক'রে।

রাম। দেখো ডাক্তার। আর ঐ হতভাগাকে বলতেও সাহস হয় না। কি জানি কখন কোন্ ডাকিনি-যোগিনিদের ভাড়া দিয়ে বসে।

[ডাক্তারের উচ্চহাস্য—

রাম। তুমি হাসছো ডাক্তার? পারে ও। ওর মা ম'রে গেলো, সেই থেকে আমিই মানুষ করছি। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে আছি ডাক্তার। বাড়িতে ঝি রাখিনি,—শুনলে গল্প মনে হবে।—ওরে, বিধু! দেখেছো ডাক্তার! হতভাগাকে নিয়ে এখন কি করি বলো দেখি? এই বয়সে ওর পিছনে পিছনেই বা কত ছুট্‌বো?

ডাক্তার। সর্বনাশ! ওরকম ছুটোছুটি করবেন না। আপনার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। রোগটা ভাল নয়।

রাম। য়্যাঁ! বলো কি ডাক্তার?—ভাল নয়?

ডাক্তার। না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম। নড়া-চড়া করলেই বিপদ। মাথায় বরফ চাপিয়ে শুয়ে থাক্‌বেন। বুক ধরফর করে?

রাম। (প্রায় কাঁদিয়া) করতো কি না জানি না ডাক্তার। কিন্তু এখন করছে।

ডাক্তার। মাথা?—মাথা ঘোরে?

রাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) শুধু মাথা কেনো,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে।

ডাক্তার। ওষুধ আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। আর যা যা বললাম, তাই করবেন।

রাম। চুপ ক'রে শুয়ে থাকবো?—মাথায় বরফ চাপাবো?

ডাক্তার। আর জানলাগুলো খুলে দেবেন।

রাম। ও আমি পারবো না,—তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো ডাক্তার!

ডাক্তার। কি আশ্চর্য! ছেলের বয়সও তো হয়েছে,—এখন কি আর অতখানি বাগ মানে।

রাম। বাগ মানবে না? ঐ জন্যে কলেজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম। তা ছেড়ে এসে ভালই করেছে। আজকাল মেয়ে-পুরুষে নাকি এক-সঙ্গে কলেজে পড়ছে?

ডাক্তার। হাঁ, তা পড়ছে।

রাম। এটা কি ভাল হচ্ছে ডাক্তার? মনে কর, আগুন আর ঘি : একসঙ্গে কতক্ষণ থাকবে?

ডাক্তার। আপনি বেশী বকবেন না। ওতে খারাপ হবে।

রাম। আচ্ছা, তা না হয় না বকলাম। কিন্তু রোগটা কি ডাক্তার?

ডাক্তার। ব্লাড প্রেসার।

রাম। ব্লাড প্রেসার! ওরে ভজা!

ভজা। আজ্ঞে কর্তা?

রাম। ওরে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দে। বরফ— বরফ নিয়ে আয়। আমার মাথায় চাপা আর হরিনাম কর্।

ডাক্তার। অত উতলা হবেন না।

রাম। কোনো তলাই আর বাকি থাকবে না ডাক্তার। গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ঃ মুখে গঙ্গাজল দে ভজা! বিধুকে ডাক্।

বিরাম

ষষ্ঠ দৃশ্য

হাসপাতাল : বেডে সত্যরঞ্জন বাবু শুইয়া আছেন। পাশে ডাক্তার ও একজন ওয়ার্ড য়্যাসিষ্টেণ্ট। অদূরে দীপকের দাদা অবিনাশ এবং তাহার অপর পার্শ্বে পুলিস ইনস্‌পেক্‌টর বসিয়া আছে—

সত্য। আমাকে বাঁচিয়ে দাও ডাক্তার।—আমার বাঁচা দরকার।

ডাক্তার। আপনি তো ভাল হ'য়ে গিয়েছেন।

সত্য। বেশ ক'রে দেখো ডাক্তার, আমার কাছে লুকিয়ো না। আমি ম'রে গেলে ছেলেটার সর্বনাশ হবে। খুব ভাল ছেলে ডাক্তার,—আমি ভাল হ'য়ে না উঠলে তার 'কেরিয়র' নষ্ট হবে।

পুলিস। তা হ'লে কি লিখবো বলুন ?—আপনি বলছেন, আঘাত আপনাকে কেউ করেনি ?

সত্য। না।

পুলিস। তবে ? কে আঘাত করলে আপনাকে ?

সত্য। ধরুন আমি নিজে।

পুলিস। জেরায় টিকবেন না।

সত্য। তবে কি বলতে চান, আমি বলবো ঐ দুধের ছেলে আমাকে মেরেছে? আপনি জানেন না ইন্‌সপেক্‌টর, দীপক কি ছেলে! অদ্ভুত তার মেধা, অসাধারণ বুদ্ধি। অমন ছেলের আমি সর্বনাশ করতে পারি না ইন্‌সপেকটর! (হাসিয়া) বলে, মানুষ পৃথিবীর এক-একটা বুদ্বুদ? শুনেছেন এমন কথা?—আপনি অমন ক'রে ব'সে কেন অবিনাশ বাবু? আপনি গর্ব করুন,—আশীর্বাদ করুন, ও ছেলে যেন বড় হয়।

অবি। সে যদি মানুষ হয়, আপনার স্নেহ কোনদিন ভুলবে না।

সত্য। এই বিশ্বযুদ্ধে গ্লোব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো। —এ কতবড় কথা!

ডাক্তার। আপনি বেশী বকবেন না।

সত্য। না, আর বেশীক্ষণ নয়। লিখুন ইন্‌সপেকটর, —আমি যা বললাম, লিখে নিন। আঘাত যেই ক'রে থাকুক, আমি স্বীকার না করলে কি করবেন আপনারা?

পুলিস। আপনি যা করতে বলবেন, আমরা তাই করবো।

সত্য। লিখুন, আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাই,—আঘাতের কথা কিছুই জানি না। লিখলেন?

পুলিস। হাঁ, তাই লিখলাম।

সত্য। আচ্ছা, এখন আপনি আসুন।—নমস্কার।

পুলিস। নমস্কার।

[চলিয়া গেল—

সত্য। যাক, একটা উৎপাত শেষ হ'লো। অবিনাশবাবু, আসুন, আমার কাছে আসুন। ভায়ের চিন্তায় মনটা খুব খাবাপ হ'য়ে গিয়েছে—নয়? আর ভাবনা কি? দেখবেন, বাড়ি এলে তাকে যেন তিরস্কার করবেন না। আচ্ছা, এক কাজ করুন অবিনাশবাবু, ওকে মানুষ করবার ভার আমার ওপরে দিন।

অবি। সে তো তার ভাগ্যের কথা।

সত্য। (হাসিয়া) ভাগ্য আমার, কি তার সে পরে হিসেব করবো। আচ্ছা, রামবাবুর খবর যা বললেন তা কি সত্যি?

অবি। হাঁ। ডাক্তার বলেছে ব্লাডপ্রেসার:, কিন্তু আমার মনে হয় উন্মাদ লক্ষণ।

সত্য। তাঁকে একবার আমার কাছে আনতে পারেন অবিনাশ বাবু? আমাকে দেখলে, হয়তো তাঁর পূর্বের অবস্থা ফিরে আসবে।

ডাক্তার। 'একজাক্টলি সো।'

সত্য। (হাসিয়া) দীপক বলে এই পৃথিবীটা কতটুকু, —যার তিনভাগ জল। সেই ছোট্ট পৃথিবীর আবার মানুষ,—তার আবার বাঁচবার আকাংখা, —বিলাস, ব্যসন।

ডাক্তার। আপনি এবার ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

[চলিয়া গেল—

সত্য। ঘুমুতে আমারও ইচ্ছা করে. কিন্তু ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ ছেলেটার কথা ভেবে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি।—আচ্ছা, ওরা হাজতেই বা রেখেছে কেনো? আপনি যান, অবিনাশ বাবু, তাকে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আস্থন,—যত টাকা লাগে আমি দেবো। আহা, এই কথাটা আমার আগে মনে হ'লো না-—তা হ'লে ইনসপেক্টরকে ব'লে দিতে পারতাম।

অবি। আচ্ছা, আমি দেখছি চেষ্টা ক'রে।

সত্য। আর আমি যখন ভাল হ'য়ে উঠলাম, তখন তাকে মিছি মিছি ধ'রে রাখবার কোনো মানে

হয় না। থাক, আমাকে একটু কাগজ দিন. আমি লিখে দিচ্ছি।

অবি। তার প্রয়োজন হবে না, আমি তাকে বের ক'রে নিয়ে আসছি।

সত্য। আমাকে একটা খবর দেবেন অবিনাশ বাবু!

অবি। নিশ্চয়।

[চলিয়া গেল—

সপ্তম দৃশ্য : রামচন্দ্রের বাড়ি

রামচন্দ্র একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন : ভৃত্য ভজা তাঁহার মাথায় আইস-ব্যাগ চাপাইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে ডাক্তার চৌকির উপর বসিয়া এইমাত্র কি-যেন একটি লেখা শেষ করিলেন—

ডাক্তার। তাহ'লে ঐ লিখে দিলাম,—আলু খাবেন না।

রাম। ভাল লিখেছো ডাক্তার। আলুর সের দেড় টাকা।

ডাক্তার। ডাল খাবেন না।

রাম। তা হ'লে কি খাবো ডাক্তার ?

ডাক্তার। ঝোল ভাত,—কাঁচকলা পটোলের ঝোল।

রাম। সে যে এক অখাদ্য হবে হে!—মাছ আবার আমি খাই না—

ডাক্তার। কেনো ? মাছ তো আপনার পক্ষে খুবই উপকারী।

রাম। মাছের সের তিন টাকা,—সেটা জানো ?

ডাক্তার। (হাসিয়া) ও, এই কথা।

রাম। হাসলে ডাক্তার, কিন্তু কটা লোক পারে বলো।

ডাক্তার। দুধ খাবেন।

রাম। খাবো ?—এক টাকা সের দুধের।

ডাক্তার। ফল আপনার খেতেই হবে।

রাম। কি ফল খাবো বলো ? একযোড়া মর্তমান কলার দাম পাঁচ আনা। একটা আঙুলের সমান শসা,—তার দাম দু আনা।—শুনেছো কখনো ? শুক্‌নো ডালিমগুলোকে ওরা বেদানা ব'লে চালাচ্ছে।—আঙুর ?—বলে তো আঙুর, আঙুর কিনা কে জানে। কমলা তো চোখেই দেখলাম না,—সব মিলিটারিতে খাচ্ছে।

ডাক্তার। ছানার সন্দেশ, কাঁচা ছানা—

রাম। লম্বা ফর্দ তো দিচ্ছো ডাক্তার। করি তো ইস্কুলের মাষ্টারি ঃ তাও পনের বচ্ছর হ'য়ে গেলো।

ডাক্তার। পনের বছর !

রাম। হাঁ, তা হবে বই কি। লোকে বলে, বার বছর ইস্কুলে মাষ্টারি করলে গাধা হয়। তা গাধাই বই কি।—কি করলাম ? সেবার বোমা পড়লো,—সবাই পালালো, আমি পালালাম না। দেখেছো তো কলকাতার অবস্থা ?—

রাস্তার ময়লা ঘাঁটিতে হয়েছে ছেলেদেরকে নিয়ে। তবু দুটাকা মাইনে বাড়লো না।

ভজা। বরফ কি বদলে দেবো কর্তা?

রাম। দিবি না?—জানো ডাক্তার, এই বরফেই আমি ভাল থাকি।

ডাক্তার। দেখবেন আবার বেশী ঠাণ্ডা ক'রে বসবেন না। (ভৃত্যকে) ওহে, ক'সের চাপালে?

ভজা। আজ্ঞে হুজুর,—মণখানেক হবে।

ডাক্তার। মণখানেক!—বন্ধ কর, বন্ধ কর।

রাম। (হাসিয়া) এক মণ শুনে চমকে গেলে ডাক্তার? আমার এক দাদা,—তাঁর দৈনিক খরচ ছিলো আড়াই মণ।

ডাক্তার। আড়াই মণ বরফ? তাঁরও কি ব্লাডপ্রেসার?

রাম। কিসের প্রেসার জানি না। মোটা মানুষ,—গরমে হাঁসফাঁস করতেন। সারাদিন তাঁর বরফের মধ্যেই কাটতো। তবে তাঁর ছিলো দেহের ব্যামো, আমার মাথার।

ভজা। অতবড় দেহটায় আড়াই মণ লাগবেই তো কর্তা।

রাম। কিন্তু দেহের চাইতে মাথার দাম বেশী জানিস?

ডাক্তার। আপনার দাঁতের কোনো গোলমাল আছে?

রাম। গোলমাল কি রকম ?

ডাক্তার। আমার মনে হয়, দাঁত থেকেই আপনার এই রোগের সৃষ্টি।

রাম। বেশ হ'লো না হয়,—কি করতে হবে তাই বলো।

ডাক্তার। দাঁতগুলো তুলে ফেলতে হবে।

রাম। এই কাঁচা দাঁত ?

ডাক্তার। কাঁচা মনে হচ্ছে, কিন্তু ওতে আর কিছু নাই।

রাম। কিছু নাই কি হে !—এই দাঁতে যে আমি আক চিবিয়ে খাই।

ডাক্তার। আপনি কিছুই জানতে পারবেন না, এমনি নিঃশব্দে তুলে দেবো।

রাম। তুমি না হয় শব্দ না করলে, কিন্তু আমি একটি কথা না ব'লে কি পারবো ?

ডাক্তার। ইনজেক্সন দিলে টেরও পাবেন না।

রাম। কিন্তু তারপর ?

ডাক্তার। বাঁধিয়ে নেবেন।

রাম। বেশ বলেছো ডাক্তার। সব ভেজালের কারবার। —খাচ্ছি না হয় ভেজাল—

ডাক্তার। (হাসিয়া) কোন্‌টা খাঁটি আছে বলুন ?

রাম। তাই ব'লে দেহটাকে ভেজাল ক'রে তুলবো ?

রায়বাহাদুর শঙ্করনাথ যেমন ছিলেন,—কোনোটাই তাঁর নিজের ছিলো না। দাঁত বাঁধানো, চোখ পাথরের ঃ ফুসফুসের কি হ'য়ে ছিলো,—বিলেতের কোন্ ডাক্তার বাঁদরের ফুসফুস বদলে দিলে। হাতের একটা আঙুল নাই,—রবারের আঙুল।—ওরে ভজা, বরফ দে,—মাথা গরম হ'য়ে উঠলো। মনে করে-ছিলাম, ভাগ্যেটা মানুষ হ'লে একটু সুখভোগ ক'রে যাব,—তা আর অদৃষ্টে হ'লো না।

ডাক্তার। খুব হবে,—আপনি ভাল হ'য়ে উঠবেন।

রাম। (হাসিয়া) বেশ, বেশ।

নেপথ্যে। রামবাবু আছেন ?

রাম। আবার কে এলো দেখো ! আমার ম'রেও শান্তি নাই ডাক্তার।

ভজা দরজা খুলিয়া দিল—পুলিশ ইন্‌সপেক্টর প্রবেশ করিল—

পুলিস। আমি লালবাজার থেকে আসছি। কাল আপনাকে একবার কোর্টে যেতে হবে।

রাম। আমি কি ক'রে যাই ডাক্তার ? (ইন্‌সপেক-টরকে) দেখতেই তো পাচ্ছেন, এই বরফ চাপিয়ে ব'সে আছি।

পুলিস। গাড়ি ক'রে যাবেন।

রাম। মাথায় বরফ দেবে কে ? শেষকালে যে হার্টফেল করবো।

পুলিস। কিন্তু আপনিই যে প্রধান সাক্ষী।

রাম। ছ্যাখো ফ্যাসাদ ! আমাকে আবার প্রধান করা কেনো ? আমার চাইতে বড় যাঁরা তাঁরা রইলেন প'ড়ে— ছি ছি, এ সম্মান আমাকে দেবেন না।

পুলিস। কিন্তু রিপোর্টে লেখা আছে,—আপনার ক্লাস থেকেই ঘটনাটা ঘটেছে।

রাম। এই দেখুন, মিছি মিছি আমাকে জড়াচ্ছেন— যা কিছু হয়েছে হেড মাষ্টারের ঘরে।

পুলিস। কিন্তু আপনিই তো ক্লু।

রাম। এই দেখুন,—আমি ক্লু ! ওরে ভজা ! একটু জল দে।—ছ্যাখো ডাক্তার, আমার নাড়ি ছ্যাখো। (হাতবাড়াইলেন)

দৃশ্যান্তর ঃ পথ

দুইদিকে দুইটি পথ চলিয়া গিয়াছে ঃ পাশে পার্ক, চতুর্দিকে ইলেক্‌ট্রিক আলো—

রাম। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?

প্রদর্শক। এই নরক।

রাম। নরক !

প্রদ। হাঁ—দেখছেন না, এইখান থেকেই দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেলো। ঐ যে দেখছেন, ফুল ছড়ানো পথ,—ঐ পথ ধ'রেই স্বর্গে যাওয়া যায়।

রাম। আর আমরা যে-পথে চলেছি, এ পথের নাম কি ?

প্রদ। ঘূর্ণি। হাঁটতে না পারেন, রিক্‌সা নিন।

রাম। রিক্‌সাও আছে নাকি ?

প্রদ। এখানে সব আছে। দেখছেন না, চওড়া পিচের রাস্তা, দুধারে ইলেক্‌ট্রিকের আলো।

রাম। তবে যে শুনি নরক একটা ভয়াবহ স্থান ? এখানে অবিশ্রাম পূতিগন্ধ ঃ হাওয়া নেই—নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, জ্বালা যন্ত্রনা—শাস্তি দেবার নানা ব্যবস্থা—

প্রদ । ছিলো। এখন আর নেই। এখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এসে এর ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে। এখানে দশটা থিয়েটার, সিনেমা-হাউস তো অলিতে গলিতে।

রাম । থিয়েটার আবার কে খুললে ?

প্রদ । মর্ত থেকে যারা আসছে তাদের তো কাজ দিতে হবে। অবশ্য গিরীশবাবু এসেই এর উদ্বোধন করেন ঃ এখন তো নরক গুলজার।

রাম । ও রাস্তাটা কোথায় গেলো ?

প্রদ । ঐ পথে কিছুদূর গেলেই যোড়াসাঁকো।

রাম । যোড়াসাঁকো !

প্রদ । হাঁ, ওখানে রবীন্দ্রনাথ থাকেন। তিনি এসেই রাস্তার নাম বদ্‌লে দিলেন।

রাম । তিনি নরকে কেনো ?

প্রদ । স্বর্গে আর কেউ থাকতে চাচ্ছে না। সেখানে এমন ইলেক্‌ট্রিক আলোও নেই, কলের জলও নেই। স্বর্গে পবন দেবের দয়া হলো তবে হাওয়া মিললো। আর এখানে রাতদিন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান চলছে।—নরক আর সে নরক নেই মশায় ! এখন দেবতাদেরও ঈর্ষার বস্তু।

রাম। আর সেই অগ্নিকুণ্ড, তৈলকটাহ—

প্রদ। ওসব সেকেলে ব'লে ওর আধুনিক সংস্করন করা হয়েছে। সব দেখতে পাবেন।—এ শেঠজি! এক্‌ঠো সিগ্রেট তো পিলাও।

[শেঠজি প্রবেশ করিল ঃ এই শেঠজি পান সিগারেট ফেরি করিয়া বেড়ায়—

শেঠজি। কি সিগ্রেট লিবে ব'লো।

রাম। কি আছে তোমার ?

শেঠজি। টেট্‌লরভি আছে, কাপ্‌টেন আছে—কাঁচিওভি দেখ্‌লাতে পারি।

রাম। সিগারেটও কি তোমাদের এখানে তৈরি হয় নাকি ?

শেঠজি। বহুৎ কারিগর হিঁয়া আকে ফেক্‌টরি বানায়া।

রাম। বহুৎ আচ্ছা। শুনে আমারই যে আর যেতে ইচ্ছে করছে না।

কাগজের হকার। আনন্দ্‌বাজার, বোস্‌মতী, যুগান্তর বাবু।

রাম। সর্বনাশ! এ কাগজ সরবরাহই বা হয় কি ক'রে ?

প্রদ। এখানেই ছাপা হচ্ছে।

রাম। একখানা কাগজ নাও তো দেখি। (কাগজ দেখিয়া) তেলের বিজ্ঞাপন এখানেও চলছে ?—

ও বাবা ! রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট ! এখানে এসেও কবির রেহাই নাই !

[একজন ইনসিওর কোম্পানীর দালাল প্রবেশ করিল—

দালাল। ও মশায়, একটু দাঁড়াবেন ?

রাম। আরে ! তুমি 'সানরাইজ' ইনসিওর কোম্পানীর বিষ্টু ঘোষ নয় ?

দালাল। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। এখানেও আমার পিছু নিয়েছো ?

দালাল। ম'রে গিয়ে ফাঁকি দেবেন ভেবেছেন ?

রাম। তুমি কি ক'রে এলে ?

দালাল। জলে ডুবে।

রাম। তুমি কি নরকের এই ইম্‌প্রুভমেণ্টের কথা কিছু জানতে ?

দালাল। খবর আমাদের চতুর্দিকেরই রাখতে হয়। এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে। পৃথিবীর যত বড় বড় সায়েন্টিষ্ট্ ইঞ্জিনিয়র আর কেমিষ্ট সবাই ছিলেন পূরো নাস্তিক। নরকের সেই সনাতনী ব্যবস্থার 'এগেন্‌সটে রিভোল্ট' করলেন। তারপর নেচারল প্রপার্টি সব এনালাইজ ক'রে পঞ্চভূত পৃথক ক'রে ফেললেন। এমনি

ক'রে প্রবল উদ্যমে তাঁরা কাজ চালাতে আরম্ভ করলেন যে ছ'মাসের মধ্যে একটা 'বিউটিফুল সিটি' গ'ড়ে উঠলো। বাড়ি-ঘর, ইলেকট্রিক লাইট, গাড়ি-ঘোড়া—অনেক কিছু।

রাম্। বটে।—ওহে গাইড্! আমার থাকবার ব্যবস্থা কোথায় করেছো?

প্রদর্শক। রেইনবো হোটেলে।

রাম। ও বাবা! তোমাদের এখানে হোটেলও আছে নাকি?

প্রদ। বাসাও করতে পারেন। কিন্তু নিজে রেঁধে খেতে হবে। এখানে স্ত্রীলোক নেই।

রাম। খুব ভাল ব্যবস্থা। এ-ব্যবস্থা আমিও করে-ছিলাম আমার ভাগ্নের জন্যে।—তা ওঁরা—মানে, স্ত্রীলোকগুলি থাকেন কোথায়?

প্রদ। ওদের 'কলোনি' দক্ষিন দুয়ার।

রাম। বটে। যমরাজ তো বেশ রসিক দেখছি,—নিজের কাছাকাছিই রেখেছেন।

প্রদ। ওসব রাজনৈতিক আলোচনা করবেন না মশায়!

রাম। ও বাবা! ম'রেও শান্তি নাই,—এখানেও আইন!

প্রদ। চলুন।

রাম। হাঁ, যাবো বই কি বাবা। যাবার জন্যেই তো এখানে আসা।

[গাহিতে গাহিতে নিধু বোষ্টম প্রবেশ করিল—

বাঁশী বাজে,—বাঁশী বাজে
যমুনার কালো জলে—
কালামুখী এলো ওই।
বাজে বাঁশী বৃন্দাবনে,
বাজে বন উপবনে,
আকাশে বাতাসে বাজে—
কোথা রাই কই কই।

ওরে তুই দেখলি না রে—
কোথা চাঁদ বৃন্দাবনে
বাঁশী লোভে চাঁদ হারালি
বৃন্দাবন হারা হই।

রাম। কে হে, তুমি নিধু বোষ্টম,—না ?

নিধু। আজ্ঞে, হাঁ কর্তা।

রাম। তুমি কবে এলে হে ?

নিধু। ভিক্ষে ক'রে খেতাম, আপনি তো দেখেছেন। কিন্তু চালের দাম যখন চল্লিশ টাকা উঠলো, তখন কে ভিক্ষে দেবে বলুন তো ! তারপর

জুট্‌লো এসে কাঙালীর দলঃ 'ফ্যান দে মা, ফ্যান দে' ক'বে মড়াকান্না তুললে। কী ক্ষিদেই নিয়ে পিল্ পিল্ ক'রে এলো তারা,—মরা-পেটে অত সইবে কেনো, ধুপ-ধাপ প'লো আর ম'লো।—এরা বলে, আমিও নাকি পড়েছিলাম এক ডাস্টবিনেব ধারে।

[একটি কুৎসিত লোক প্রবেশ করিল : তাহাব একটি চোখ উড়িয়া গিয়াছে—এখন চোখ নাই, মস্ত বড় একটি গর্ত, মাথার অংশ নাই, নাকটা বাঁকিয়া-চুরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে—এমনি বিকৃত মুখ : দুটি হাত অর্ধদগ্ধ, একটি পা নাই—

রাম। (ভয়ে) কে—কে তুমি!

কু-ব্যক্তি। আমাকে চিনতে পারছেন না রামবাবু? —আমি প্রমথ।

রাম। প্রমথবাবু!—আপনার এ-অবস্থা?

প্রমথ। বোমায়। যুদ্ধ তো শুনছি শেষ হ'য়ে গেলো, কিন্তু মরতে আমরাই ম'লাম।

রাম। ইস্কুলের খবর?

প্রমথ। জানি না।

রাম। সত্যরঞ্জন বাবু ?

প্রমথ। আছেন কাছাকাছি কোথাও,—দেখা হবেই। —আচ্ছা, চলি। আমাকে আবার জলে ডুবে থাকতে হয়,—আগুন তো এখনো নেভেনি,—সব জ্ব'লে যায়।

[দ্রুত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল—

প্রদ। চলুন, আর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ?

রাম। ও। হাঁ, চলো।

[সকলে যে যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল—

দৃশ্যান্তর

একটি ঘরে অনেকেই আছেন : সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার—

সাহিত্যিক। দেখুন, উপন্যাসের এই গতানুগতিক বেরিয়র ভেঙে দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে আজো পর্যন্ত যে নিয়ম অনুসৃত হয়েছে—সেই একই ধারা অনুকরণের কোনো মানে হয় না।

শিল্পী। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে একথা বলেছিলাম, তিনি হেসে বললেন, পারো ভালই।

সাহিত্যিক। হাঁ, এই ভালই আমরা ক'রে যাবো। নাটকে যেমন স্বগতোক্তি চলে না, উপন্যাসেই বা আমার কথা আমি বলতে যাই কেনো ? তোমার মনের ভেতর কি হচ্ছে,—আমার বলবার দরকার। শক্তি থাকে, 'ডায়লগে' ফোটাও।

শিল্পী ঠিক কথা। আমরা যেমন ছবি আঁকি : শিল্পীর নিজস্ব ব্যাখ্যা তাতে কিছুই থাকে না।—আমরা ক্যারেক্টরটুকু বুঝিয়েই খালাস।

সাহিত্যিক। সেই ক্যারেক্টরের মুখেই যা-কিছু প্রকাশ, যা-কিছু অভিব্যক্তি: চরিত্রগুলোই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক। কিন্তু চেষ্টাটা বড় লেইট-এ করলে না বাবাজি? লোকে বলবে বেঁচে থেকে পারলো না, ম'রে গিয়ে করলো।

সাহিত্যিক। বাঁচা মরাকে আপনিও পৃথক ক'রে দেখছেন? এক্স্‌পেরিমেণ্ট কি একটা-জীবনেই শেষ হয়? এই যে অর্ধসমাপ্ত কাজ নিয়ে আপনাদেরও অনুশীলনীর অন্ত নেই,—একে কি বলবেন অক্ষমতা? (হঠাৎ একজনকে আসিতে দেখিয়া)—আপনি কে? আপনাকে আসতে দিলে কে! কোথেকে আসছেন?

[রামচন্দ্রের প্রবেশ—

রাম। আসছি মর্ত থেকে,—এখনো পায়ের বেদনা মরেনি।

ইঞ্জিনিয়ার। কেনো?—বন্দোবস্তের তো ত্রুটি নেই,—আপনি হাঁটতে গেলেন কেনো?

রাম। আপনি হাসালেন মশায়!—পয়সা দেবে কে?

ইঞ্জি। পয়সা এখানে লাগে না। আপনার বৃত্তি

অনুযায়ী কাজ করবেন, তাব বিনিময়ে কোম্পানী আপনাকে খেতে দেবে, পরতে দেবে,—নেশা করতে চান তাও পাবেন।

রাম। বাঃ! এ তো আমাকে কেউ বলেনি।

সাহিত্যিক। আপনি কি সাহিত্যিক?

রাম। আজ্ঞে না। আমি রামচন্দ্র।

সাহিত্যিক। কোন্ রামচন্দ্র? যিনি সীতা বিরহে—

রাম। আজ্ঞে না,আমি ইস্কুল মাষ্টার।

সাহিত্যিক। ইস্কুলের রামচন্দ্র! আচ্ছা, আসুন—নমস্কার।

রাম। আমি কি বসবার অযোগ্য?

সাহিত্যিক। এখানে গবেষণা হচ্ছে।

রাম। কিসের গবেষণা?

সাহিত্যিক। সাহিত্যের, শিল্পের, বিজ্ঞানের—

রাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমিও কিছু বলতে পারি।

বৈজ্ঞানিক। সে তো ইস্কুলের পাঠ্য-বিজ্ঞান। (হাসিয়া) তার চেয়ে আপনি বরং মর্তের যুদ্ধের খবর বলুন।

রাম। যুদ্ধ তো শেষ হ'য়ে গেলো।

বৈজ্ঞা। সে আমরাও শুনেছি। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হওয়া মানে জানেন?

রাম। না তো।

বৈজ্ঞা। বিজ্ঞান-প্রতিভা আজ ধ্বংস হ'য়ে গেলো।

রাম। প্রতিভা না ছাই।—মানুষ ম'রে শেষ হ'য়ে গেলো—

বৈজ্ঞা। মরুক। কিন্তু এই বিজ্ঞান আজ করেছে কি জানেন? দেবতারাও যা এতকাল পারেন নি, আজ মানুষ তাই করেছে। আর কিছু দিন পরে দেখবেন, মর্তের সঙ্গে এখানকার সংবাদ আদান প্রদান হচ্ছে।

রাম। তা যদি পারেন মশায়, একটা কাজের মত কাজ করবেন। আমার ভাগনেটার তদারক তাহ'লে এখানে ব'সেই করতে পারি।

[গনেশের প্রবেশ —

সাহিত্যিক। কি খবর গনেশ?

গনেশ। শরৎচন্দ্র কোনো সভাতেই যোগ দেবেন না।

সাহি। কারণ?

গনেশ। তিনি বললেন, অনেক সভা করেছি, আর কেনো!

সাহি। বটে।

গনেশ। বললেন, ওতে কিছু হয় না: তারচেয়ে ঘরে

ব'সে লেখা ভাল।—দেখেও এলাম, তিনি অক্লান্ত লিখে চলেছেন।

সাহি। বঙ্কিমবাবুও এলেন না?

গনেশ। না। তিনি বললেন, লেখা যখন ছেড়ে দিয়েছি, তখন আর কোথাও যাবো না।

সাহি। লেখা ছাড়লেন কেনো?

গনেশ। বললেন, কৃষ্ণচরিত লেখার পর আবার নতুন ক'রে প্রেমের কথা লিখবেন না।

[একটি বৃদ্ধলোক প্রবেশ করিলেন—

বৃদ্ধ। এখানে রবীন্দ্রনাথ কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

গনেশ। কেনো বলুন তো?

বৃদ্ধ। তিনি মর্তে যে-বিষ ঢেলে এসেছেন—তার মেওয়া এখন সামলায় কে?

সাহি। আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না মশায়!

বৃদ্ধ। তা কেনো পারবেন মশায়!—মর্তে যে আর পুরুষ রইলো না,—সে খবর রাখেন? এখন সবাই সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে, চিবিয়ে চিবিয়ে গান গায়,—ঢং দেখলে গা জ্বালা করে।—একবার গৌরাঙ্গদেব করেছিলেন,

নেড়া-নেড়িতে দেশ ছেয়ে গেলো! বলি, দেশের সর্বনাশ কি তোমরা এমনি ক'রে করবে।

সাহি। আপনি কাকে কি বলছেন?

বৃদ্ধ। পরাধীন দেশ ব'লে বেঁচে গেলে।

বৈজ্ঞা। এরা মরবে,—এমনি ক'রেই মরবে। বিজ্ঞানও এমনি ক'রে যেতে বসেছিলো,—কিন্তু সকলকে বিস্মিত ক'রে সে তার প্রভাব বিস্তার করলো। —এই বিজ্ঞানই মানুষের একমাত্র বাঁচবার উপায়। একদিন রুদ্রের তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো, অমনি সারাবিশ্ব টলমল ক'রে উঠলো। এই তড়িৎশক্তির ক্রিয়া আজো চলছে। বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য নয়, বিজ্ঞান ছাড়া শিল্প নয়।

বৃদ্ধ। এ কোথায় এলাম রে বাবা!—একি পাগলা গারদ!

রাম। আপনি কি-কাজ ক'রে নরকে এলেন মশায়?

গনেশ। কুকাজ তাতে সন্দেহ নাই।

বৃদ্ধ। (চীৎকার করিয়া) কুকাজ! আমি কিছু চাল ষ্টক করেছিলাম। এরা বলে, আমারই দোষে নাকি সারা বাংলা না খেয়ে মরেছে।

সাহি। আপনি তো ক্রিমিন্যাল মশায়!

বৃদ্ধ। টাকাকে বাড়িয়ে তোলা কি ক্রাইম?

নেপথ্যে। মা! মাগো!—দুটো ভাত দে মা!

বৃদ্ধ। ঐ এলো! ওরা এখান অবধি ধাওয়া করেছে!

রাম। মরেও শান্তি নেই মশায়,—মরেও শান্তি নেই।

বৃদ্ধ। কিন্তু দেশে বন্যা আনলে কে? তার কৈফিয়ৎ আজ কে নেবে?

বৈজ্ঞা। (হাসিয়া) প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইও একদিন হবে।

বৃদ্ধ। বানের জলে ভেসে গেলো লক্ষ লক্ষ লোক: রোদে পুড়ে হাড় কখানা নিয়ে যারা বেঁচে এলো, তাদের জীবন দান করবে কি ঐ ক'মুঠো চাল?

[একজন প্রবেশ করিতে করিতে বলিল: হাঁ, তাই করবে।

বৈজ্ঞা। তুমি কে হে?

উত্তর: আমি নাট্যকার।

বৈজ্ঞা। তা এখানে কেন?

নাট্যকার। বাংলা ষ্টেজ আমি পুড়িয়ে দিয়ে আসছি।

বৈজ্ঞা। বেশ করেছো। ওর অগ্নিসংকারের প্রয়োজন ছিলো।

নাট্য.। আজ একশো বছর ধ'রে নাটক নিয়ে ওরা খেলা করছে। না হলো সত্যিকার একটা প্রোডাক্সন, না হলো নাটক !

বৈজ্ঞা। কিন্তু সত্যিকার নাটক কজন বুঝতে পারবে ?

নাট্য। পারবে,—আজ না পারে কাল পারবে। তাই ব'লে ছেলে-ভুলোনো খেলায় চিরটা কাল দেশকে ভুলিয়ে রাখবো ?

বৈজ্ঞা। দর্শক তো সবাই শিক্ষিত নয়।

নাট্য। আমাদের দেশের পাঠকও খুব বেশী শিক্ষিত নয়। একদিন তারা কিছুই বুঝতো না, আজ রবীন্দ্র-সাহিত্যও বোঝে। এমনি ক'রেই পাঠক ও দর্শক তৈরি হয়।

বৈজ্ঞা। সে চেষ্টাও এর পূর্বে যে না হয়েছে তা নয়।

নাট্য। না, তা হয়নি।—হ'লেও চেষ্টার মত চেষ্টা তারা করেনি। আমাদের দেশে যারা থিয়েটার চালায় তারা নাটক বোঝে না,—যেহেতু ধনী, তাই তারা নিজেদের সবজান্তা মনে করে।— ওদের সবাইকে হুইপ করা উচিত।

সাহিত্যিক। কিন্তু ওরা তো বলে, ভাল নাটক তারা পায় না।

নাট্যকার। ভাল নাটক যারা লেখে তারা সেখানে যায়

না।—কেনো যাবে? নাট্যকারকে করে ওরা অনুগ্রহ: যেন কৃপার পাত্র তারা।

সাহি। সে নাট্যকারেরই দোষ, ওদের নয়। ওদের না আছে মর্যাদাবোধ, না ব্যক্তিত্ব।—এই প্রস্‌টিচিউসন-বৃত্তিই নাট্যকারকে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছে।

বৈজ্ঞা। এইজন্যেই নাটক কোনদিন সাহিত্য হ'তে পারলো না।

রামচন্দ্র। সব ছাগল,—ছাগল।

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

নেপথ্যে হকার। বৈকালী স্পেশাল,—বৈকালী স্পেশাল বেরুলো। ভারি মজার খবর: স্বর্গে গোল-মাল।

বৈজ্ঞা। স্বর্গে আবার কি হলো? একখানা কাগজ নিয়ে এসো তো গনেশ।

[গনেশ কাগজ লইয়া আসিল: বৈজ্ঞানিক উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন—

বৈজ্ঞা। নরকের বিখ্যাত টুরিষ্ট এরোপ্লেনে অদ্য স্বর্গ-লোক হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ভগবান এখন যোগনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। কিন্তু কেন জানি না, নরকের বিজ্ঞান-গবেষণা স্বর্গমহলে

বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র সভা আহ্বান করিয়াছেন। মানুষের এতবড় দম্ভকে তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করিবেন না। কিন্তু ইহাতেও এতটা হইত না, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে চিত্রগুপ্ত সংবাদ লইয়া গিয়াছেন—নরক গুলজার ঃ স্বর্গ জনশূন্য কেহ বাস করিতে চাহিতেছে না।

[বৈজ্ঞানিক জোরে হাসিয়া উঠিল—

বৈজ্ঞা। চমৎকার, চমৎকার !—স্বর্গ জনশূন্য।

[দৈববাণী ঃ—দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন—

ইন্দ্র। তোমাদের বিজ্ঞানের দম্ভ আমি চূর্ণ করবো। আমি দেবরাজ ইন্দ্র ঃ তোমাদের রাজা। আমার শক্তির প্রভাব তোমাদের অজ্ঞাত নয়। মানুষের ক্ষমতা এখনো ততদূরে পৌঁছোয়নি, —তাই দেবতা এখনো দেবতা। নরক সম্বন্ধে আমি যে-বিধান দিয়ে রেখেছি, তার আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে অমঙ্গলই করেছো। সীমা লংঘন করো না। শক্তির অপব্যবহার ক'রে সৃষ্টিকে বিনাশ করো না। তোমার পূর্বে অনেক মুনি-ঋষি অসাধ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সকলকেই মরতে হয়েছে।

[দৈববাণী স্তব্ধ হইল—

বৈজ্ঞা। কিন্তু অমি মরবো না—

[দূরে বজ্র পতনের শব্দ—

বৈজ্ঞা। [ঊর্ধ্বে চাহিয়া] তুমি উন্মাদ, তুমি উন্মাদ !

[সহসা ঝড়ের মত শোঁ শোঁ শব্দ হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল ঃ বিকট মেঘগর্জন ঃ বিদ্যুতের আলো—

বৈজ্ঞা। (চীৎকার করিয়া উঠিল) বোমা, বোমা।— আণবিক-বোমা।

দৃশ্যান্তর

বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারির সম্মুখভাগ। চতুর্দিক অন্ধকার, তেমনি মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ : পিছনের গবাক্ষ-পথ হইতে দুইটি লাল আলো রক্তচক্ষুর মত দেখা যাইতেছে।

[বৈজ্ঞানিক ও রামচন্দ্র বাহিরে আসিলেন—

রাম। আমার ভয় করছে।

বৈজ্ঞানিক। চুপ। দেখ্‌লে ?

রাম। হাঁ, দেখ্‌লাম।

বৈজ্ঞা। এর নাম আণবিক-বোমা। সূর্যরশ্মিকে সংহত ক'রে এর মূল উপাদান তৈরি হয়েছে। এই এক একটি বোমা,—স্বর্গ, মর্ত—পৃথিবীর যে-কোনো স্থান নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

রাম। (সভয়ে) আপনি কি স্বর্গরাজ্য ধ্বংস করবেন ?

বৈজ্ঞানিক। চুপ !

রাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি।

বৈজ্ঞা। আমি পারবো।

রাম। আপনার এ দম্ভ চূর্ণ হবে।

বৈজ্ঞা। ‘ফেলিওর’ হয়তো হবো, কিন্তু একটা চেষ্টা ক’রে যাবো।

রাম। ধ্বংসাত্মক চেষ্টা ক’রে মানুষ কোনোদিনই সার্থক হয়নি।

বৈজ্ঞা। ও কাপুরুষের কথা। যে-কোনো এক্স-পেরিমেণ্টই প্রথমটায় জগতে অকল্যাণ আনে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবানকেও অনেককিছু ধ্বংস করতে হয়েছিলো। কিন্তু আর নয়,—এসো আমার সঙ্গে।

রাম। না, আর আমি যাবো না।

বৈজ্ঞা। চুপ!—এসে ছাখো, সূর্যকে কিভাবে সম্মোহিত করেছি।

[বৈজ্ঞানিক রামচন্দ্রকে ল্যাবরেটারির অপর অংশে লইয়া গেল—

দৃশ্যান্তর ঃ স্বর্গলোক

[ইন্দ্র বায়ু বরুণ চিত্রগুপ্তব প্রবেশ—

ইন্দ্র। শুধু বৈজ্ঞানিকের প্রশ্নই এখানে নয়। এই ক'বছরে—যে পরিমানে তুমি লোক এনে ফেলেছো, এর পরে আর যে কারো স্থান সংকুলান হবে না। এ চিন্তাও তুমি করনি। লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরেছে, —কিন্তু কেনো? কেনো তারা মরে?

চিত্রগুপ্ত। সারা বাংলা দেশ ডুবে গেলো, এর জন্য দায়ি বোধ হয় আমি নই।

ইন্দ্র। তোমরা অবসর নাও বরুণ। আজ তোমা-দেরই অবিমৃষ্যকারিতায় দেবলোক লাঞ্ছিত।

বরুণ। আমার দোষেই শুধু হয়নি গুপ্ত। মানুষের অত্যাচারগুলোও দেখো। তারা দিলে বাঁধ ভেঙে ঃ যোদ্ধার-জাত জঙ্গল কেটে, গ্রাম ভেঙে তাদের যাবার রাস্তা তৈরি ক'রে নিলে। একবারও ভাবলে না, নদী ফেঁপে উঠলে কে তাদের রক্ষা করবে।

ইন্দ্র। আমি বুঝতে পারি না গুপ্ত, কি দেখে তোমরা লোক নির্বাচন করো!

চিত্র। আপনি কি আনতে নিষেধ করেন?

ইন্দ্র। না, নিষেধ করিনা। কিন্তু সকল কাজেই একটা শৃংখলা থাকা প্রয়োজন। এই যে বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে এসে তুললে নরকে, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? ওদের এই স্বর্গে রাখবার ব্যবস্থা করলে, আজ আমাকে এই দুর্ভাবনায় পড়তে হতো না।

চিত্রগুপ্ত। তা হ'লে স্বীকার করছেন, মানুষের শক্তি আজ দেব-শক্তিকে অতিক্রম করেছে?

ইন্দ্র। অবান্তর বাক্য প্রয়োগ করো না গুপ্ত! আজ তার এই কালচার দেখে বিস্মিত হচ্ছো, কিন্তু মানব সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে এই অনুশীলনী।—সৃষ্টির সহায়তা করবার জন্যে ওদের প্রয়োজন হয়েছিলো,—ওরা আমাদেরই প্রতিনিধি।

চিত্রগুপ্ত। তবে আজ ঈর্ষা কেনো?

ইন্দ্র। ঈর্ষা নয়, শাসন। শক্তির দম্ভে ওরা নিজেরাই মরবে। দেখলে না, বিশ্বযুদ্ধের

পরিণাম কি হ'লো।—মাত্র একটি ভুলে চাকা ঘুরে গেলো।—কিন্তু এ-ভুল হয় কেনো? ঐদম্ভই জার্মান-শক্তিকে বিনষ্ট করলে।

চিত্রগুপ্ত। কিন্তু অতবড় কালচারের অপগতি,—এই বা হয় কেনো?

ইন্দ্র। এ তার ভাগ্যলিপি গুপ্ত। মানুষ যাকিছু করে,—এ তার নিজের সৃষ্ট : নিজের ভাগ্যও সে নিজে তৈরি করে।

চিত্রগুপ্ত। মর্তে মানুষ খেতে না পেয়ে মরে : আজ তার অর্থ নাই, সম্পদ নাই,—পরণে এক-টুক্‌রো কাপড় নাই,—এও কি তার ভাগ্য?

ইন্দ্র। পথ তারাই তৈরি ক'রে দিয়েছে, অপরে নিয়েছে তার সুযোগ।

বায়ু। সুযোগ সকলেই নেয় গুপ্ত। তুমি আমি নি' না? পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে এসে দেখলাম, মানুষ এই সুযোগের অন্বেষণে ব্যস্ত। এই সুযোগের সুবিধা নিয়েই এক-পক্ষ অপর পক্ষের ওপর প্রভুত্ব করছে।

ইন্দ্র। প্রভু তারাই তৈরি করে,—আবার চীৎকারও

করে স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। —এও বড় কৌতুকের কথা,—নয় গুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত। আরো কৌতুকের কথা আছে সম্রাট। ওরা পরমুখাপেক্ষী। সামান্য কাপড়-জামা কাচতে হ'লেও ওদের পত্নীর ওপর নির্ভর করতে হয়। (হাসিল)

ইন্দ্র। তোমার নরকে শুনলাম, অলিতে-গলিতে নাকি সিনেমা থিয়েটার ?

চিত্রগুপ্ত। অভিনয় মানুষের নেশা।—ওটুকু প্রিভিলেজ ওদের দিতে হয়েছে।

ইন্দ্র। প্রিভিলেজ তুমি অনেককেই অনেক রকমে দিয়েছো। নগর আলোকিত রাখবার এ আদেশই বা কে দিলে ?

চিত্রগুপ্ত। আদেশের তারা অপেক্ষা রাখেনি।—ওরা স্বীকারই করে না আমাকে। আমি যেন ওদের নগরের রিক্রুটার একজন। বেছে বেছে লোক নিয়ে আসবো, আর খাতায় তার হিসেব তুলবো।

ইন্দ্র। তাহ'লে বলো, তোমাকেই ওরা আদেশ করে।

চিত্রগুপ্ত। না, আদেশ ঠিক নয়,—তবে তাদের কাজ মেনে নিতে হয়।

ইন্দ্র। (বিরক্তিতে) মেনে নিতে হয়!—এইজন্যেই কি তোমাকে ওখানে রাখা হয়েছে?

চিত্রগুপ্ত। বিরুদ্ধ আচরণ করলেও, ওরা ওদের কর্তব্য করতে ত্রুটি করতো না।

ইন্দ্র। কিন্তু এই যথেচ্ছাচারের মানে জানো? একটু একটু ক'রে একদিন সে সর্বস্ব গ্রাস করবে।

চিত্রগুপ্ত। তা করবে। কিন্তু দোহাই, আমি সে-সুযোগ তাদের ক'রে দি'নি।—বাধা দেবার শক্তি নাই, তাই চুপ ক'রে আছি।

ইন্দ্র। অক্ষম হ'য়ে থাকো, অবসর নাও।

চিত্রগুপ্ত। অবসর হয়তো আমাদের সকলকেই নিতে হবে সম্রাট। আপনি নিজেই একবার চিন্তা ক'রে দেখুন,—মানুষ আজ এই তড়িৎ-শক্তি কোথায় পেলে?

ইন্দ্র। কোথায় পেলে তুমিই বলো।

চিত্রগুপ্ত। আপনার বজ্রের তড়িৎ-প্রবাহ ওরা অপহরণ করেছে। আজ সারা পৃথিবীর কাজে এই তড়িৎ-শক্তি নিয়োজিত।

ইন্দ্র। হুঁ।

চিত্রগুপ্ত। অক্ষম-অপবাদ কি শুধু আমাকেই দেওয়া চলে সম্রাট ?

[ইন্দ্র নীরব—

চিত্রগুপ্ত। বায়ুকেও ওরা কন্‌ট্রোল করেছে। প্রয়োজন হ'লে ওরা অক্সিজেন সৃষ্টি করে।

ইন্দ্র। চমৎকার।

চিত্রগুপ্ত। চমৎকার শুধু নয়,—অত্যাশ্চর্য। কাঠের গুঁড়ো থেকে ওরা মাংস তৈরি করেছে, বাতাস থেকে চিনি।

ইন্দ্র। (অধীর হইয়া) তোমার নরকে তারা কি করেছে বলো !

চিত্রগুপ্ত। কি যে করেনি তা তো দেখতে পাই না।

[গুপ্তচরের প্রবেশ—

গুপ্তচর। সর্বনাশ হয়েছে প্রভু ! সূর্যকে ওরা বন্ধ ক'রে রেখেছে।

ইন্দ্র। সূর্য বন্দী ?

গুপ্তচর। হ্যাঁ, প্রভু,—ত্রিলোক অন্ধকার।

ইন্দ্র। ত্রিলোক অন্ধকার !

কে সে বৈজ্ঞানিক,—কতবড় শক্তি তার ?—

গুপ্তচর। ওরা সূর্যরশ্মিকে সংহত ক'রে নূতন এক বোমা তৈরি করেছে,—নাম দিয়েছে আণবিক বোমা।

ইন্দ্র। আণবিক বোমা!

গুপ্তচর। এই একটি বোমায় আপনার স্বর্গরাজ্য ভস্মে পরিণত হ'তে পারে।

ইন্দ্র। নরক ধ্বংস করো, নরক ধ্বংস করো। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

বরুণ। আদেশ করুন, বৈজ্ঞানিকের নূতন নগর আমি জলে প্লাবিত ক'রে দি।

চিত্রগুপ্ত। (গুপ্তচরকে) তুমি কি বলছো হে,—স্বর্গ ধ্বংস করবে?

ইন্দ্র। সেই বৈজ্ঞানিকের কেশাকর্ষণ ক'রে কেউ তাকে এখানে আনতে পারো?—আমি একবার তাকে দেখবো।

চিত্রগুপ্ত। অমন কাজ করবেন না সম্রাট, তাকে দেখবার চেষ্টা করবেন না।—সে আগুন,—সে যে কী আমি নিজেই জানি না।

ইন্দ্র। সে কি হে! তুমি দেখোনি তাকে?

চিত্রগুপ্ত। চোখ বুজে থাকি সম্রাট। পাছে চোখোচোখি হয়। তার শক্তি নিরীক্ষণ করি, তার পদক্ষেপ শুনি, হুঙ্কার শুনি: তার আদেশ সর্বত্র, তার অনুগত সকলে—সে নিজে দেখে, কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় না।

ইন্দ্র। তুমি কাপুরুষ!

চিত্রগুপ্ত। সে যাই বলুন। দেখবার চেষ্টা আপনিও করবেন না।

ইন্দ্র। পবন!

বায়ু। বলুন।

ইন্দ্র। তুমি পারো?

বায়ু। হাঁ।

ইন্দ্র। নিয়ে এসো সেই বৈজ্ঞানিককে,—আমি দেখতে চাই।—আমি দেখতে চাই।

[বায়ু ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল—

বরুণ। বায়ু অপদস্থ হবে সম্রাট।

চিত্রগুপ্ত। আমি তার চেয়েও বড় কথা ভাবছি,—ওরা বায়ুকে না বন্দী করে।

ইন্দ্র। বন্দী করবে!

চিত্রগুপ্ত। পারে সম্রাট। ওরা কি যে পারে না,—

তাই জানি না। শেষে বাতাস অভাবে আমরা না মারা যাই।

বরুণ। কেনো, আপনি তো নরকে থাকেন, অক্সিজেন তৈরি করবেন। (হাসিল)

চিত্রগুপ্ত। খুব তো হাসছো বরুণ! কার্যত হ'লে বড় হাসির কথা হবে না।

হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ উঠিল: বায়ু প্রবেশ করিল,—সকলেই লক্ষ্য করিলেন একটি লোকের সে কেশাকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—

ইন্দ্র। সাবাস পবন!—(একটু একটু করিয়া আগাইয়া আসিলেন) তুমিই বৈজ্ঞানিক?

উত্তর: আজ্ঞে না।

ইন্দ্র। তবে তুমি কে?

উত্তর: আমি রামচন্দ্র।

ইন্দ্র। রামচন্দ্র।—কোন্ রামচন্দ্র?

রাম। আমি ইস্কুলের রামচন্দ্র।—আমাকে উনি ভুল ক'রে এনেছেন।

বায়ু। তুমি তবে ওখানে কি করছিলে?

রাম। ল্যাবরেটারি দেখছিলাম।

ইন্দ্র। কিছু শিখলে?

রাম। সাধ্য কি।

বরুণ। (হাসিয়া) আমি জানি, এমনি একটা কিছু হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

ইন্দ্র। তুমি থামো!—সঙ্গে লোক দিচ্ছি,—তুমি শুধু বৈজ্ঞানিককে দেখিয়ে দেবে।

রাম। সর্বনাশ! প্রাণের মায়া রাখি।—বোমা, —লক্ লক্ করছে আগুন।

[হঠাৎ বায়ুমণ্ডলে ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ শব্দ উত্থিত হইল: সেই প্রচণ্ড শব্দে স্বর্গলোক দুলিতে লাগিল। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরন: চতুর্দিক অন্ধকার—

রাম। (আর্তস্বরে) বোমা! বোমা!

ইন্দ্র। আঃ!—এটাকে ঐ শূন্যে নিক্ষেপ করো।

রাম। ম'রে যাবো,—দোহাই, ম'রে যাবো!

[পবন তাহাকে দুইহাত দিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল—

রাম। (চীৎকার করিয়া) ম'রে যাবো—ভজা! ম'রে যাবো,—ভজা!

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—রামচন্দ্রের কক্ষ

পূর্ব্বের দৃশ্য ফিরিয়া আসিবে: অর্থাৎ নীলু ডাক্তার রামবাবুর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, পূর্ব্ববৎ রামবাবু চেয়ারে বসিয়া আছেন, ভজা পূর্ব্ববৎ একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে,—

রাম। (চীৎকার করিয়া) ভজা!—আমাকে ধর্, —নইলে প'ড়ে গুঁড়ো হ'য়ে যাবো।

ভজা। (ধরিয়া) এই যে কর্ত্তা ধরেছি।

রাম। (চোখ মেলিয়া) ধরেছিস? আঃ!—(চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন) এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

ডাক্তার। কেনো, এ তো আপনারই ঘর।

রাম। আমার ঘর! কিন্তু এখানে আমি এলাম কি ক'রে? গাইড! গাইড!

ডাক্তার। গাইড এখানে কেউ নেই।

রাম। ওরা সব গেলো কোথায়? বৈজ্ঞানিক? ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ?

ডাক্তার। কেউ নেই।

রাম। কেউ নেই? তবে কি ওরা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো?

ডাক্তার। কাদের কথা বলছেন আপনি ?

রাম। কাদের কথা ?—ও, কাদের কথা। তবে যে ওরা আমায় নিয়ে গেলো—

ডাক্তার। কেউ নিয়ে যায়নি, আমি এখানেই আছি।

রাম। তুমি এখানেই আছো ?—তাইতো।—আমি কি তাহলে মরিনি ?

ডাক্তার। মরবেন কেনো। আপনি তো ভাল হয়ে গিয়েছেন।

রাম। ভাল হয়ে গিয়েছি ?

নেপথ্যে। রামবাবু আছেন ?

রাম। কে ডাকে ?

[ভজা দরজা খুলিয়া দিল ঃ সত্যরঞ্জনবাবু, দীপক, অবিনাশবাবু ও প্রমথবাবু প্রবেশ করিলেন—

সত্য। কেমন আছেন রামবাবু ?

রাম। আপনি—আপনি কি ভাল হয়ে গিয়েছেন স্যার ?

সত্য। (হাসিয়া) হাঁ, ভাল হয়েছি।

রাম। কিন্তু আমি—

সত্য। এবার ভাল হবেন।

রাম। (আশ্চর্যে) আপনি কি প্রমথবাবু ?

প্রমথ। হাঁ। চিনতে পারছেন না ?

রাম। চিনতে পারছি বই কি, আপনার সেই পোড়া ঘা—

প্রমথ। পোড়া ঘা !

রাম। হাঁ, নরকে যে দেখলাম—

প্রমথ। নরকে !

রাম। হাঁ।—বোমায় বিধ্বস্ত, অর্ধদগ্ধ—

সত্য। রামবাবু ! এই দেখুন, কে এসেছে। (দীপককে সম্মুখে আনিয়া দেখাইলেন) প্রণাম করো দীপক।

[দীপক রামবাবুকে প্রণাম করিল—

রাম। (আনন্দে) কে,—দীপক ?

দীপক। হাঁ মাষ্টার মশায়।

রাম। (কোলের কাছে টানিয়া লইয়া) আমি ভাল হ'য়ে গিয়েছি ডাক্তার, আমি এবার ভাল হয়ে গিয়েছি।

ডাক্তার। ভাল হবেন বই কি।

রাম। (দীপকেব মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বেশ ছেলে, খুব—ভাল ছেলে।—আমরা পৃথিবীর এক-একটা কি দীপক ? (হাসিয়া উঠিলেন) বুদ্বুদ ? (আবার হাসি)

[দূরে নিধু বোষ্টমের গান শোনা গেল—

বাঁশী বাজে,—বাঁশী বাজে,

যমুনার কালো জলে—

কালামুখী এলো ওই ।

রাম — কে,—নিধু না?—সেই গান। ও-বেটাও মরেনি দেখছি! আমারই ভুল: আমরা সবাই বেঁচে আছি,—শুধু চোখের সামনে গ্লোবটাই পুড়ে গেলো?

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন:

দৃশ্য শেষ হইল—